সংশোধন এপ্রিল/ ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-০১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও নম্বর .... -আইন/২০২৫।- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ৪৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা-** (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক)'আইন' অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন);

(খ) 'কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি' অর্থ বিধি ১৪(২) এ বর্ণিত কমিটি;

(গ) 'জনস্বার্থে' অর্থ জনগণের কাল উত্তীর্ণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

(ঘ) 'জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি' অর্থ বিধি ১৪(৩) এ বর্ণিত কমিটি;

(ঙ) 'ডিজিটালাইজড পদ্ধতি' অর্থ কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, নোটিশ ও পত্র জারি এবং অর্থ বিতরণ বা যে কোন এক বা একাধিক কার্য সম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া;

(চ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ছ) 'ধারা' অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

(জ)'পুনর্বাসন' অর্থ কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহনের কারণে উহার অধীন কোন ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমির মালিক যিনি পরিবারসহ বাস্তুহীন হইয়াছেন তাহাকে আইন ও এই বিধির অধীনে বা সরকারের কোন আদেশে বাস্তুভিটা প্রদানসহ বসবাস উপযোগী গৃহের সংস্থানসহ দখল প্রদান;

(ঝ)'ফরম ও রেজিস্টার' অর্থ এই বিধিমালার ফরম ও রেজিস্টার;

(ঞ)'বাস্তুচ্যুত' অর্থ অধিগ্রহণের ফলে বসতভিটা হারানো এমন ব্যক্তি বা পরিবার,

(ট)'বিধি' অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৫ এর কোনো বিধি/অনুচ্ছেদ;

(ঠ)'ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা' অর্থ ভূমি অধিগ্রহন কর্মকর্তা এবং আইন বা বিধির অধীন এক বা

একাধিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাও উহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(ড) 'ভোগদখল' অর্থ আইনানুগভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট জমির মালিক কর্তৃক/মালিকের অনুমতিক্রমে/নিজে মাধ্যমে নিযুক্ত অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক জমি রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচর্যা/চাষাবাদ বুঝাইবে।

(ঢ) 'রোয়েদাদ' অর্থ ফরম-১১তে প্রস্তুতকৃত প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্তকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের বিবরণী ।

(ণ) 'ক্ষতিপূরণ' অর্থ আইন ও এই বিধিমালা আওতায় অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য ।

(২) এই বিধিমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৩। **অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল।**- (১) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ (প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করিয়া) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক)	তফসিল-১ মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব;
(খ)	তফসিল-২ মোতাবেক প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল ও বিবরণী;
(গ)	পূর্ববর্তী জরিপসমূহে প্রস্তুতকৃত নকশার সাথে বর্তমান জরিপের নকশার সমন্বিত অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির নকশা (পেন্টাগ্রাফ ম্যাপ);
(ঘ)	ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় লাল কালিতে চিহ্নিতকরণ (ভূমির সীমানার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শ্মশান, সিমেট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে বা বিদ্যমান কোনো আইনে সংরক্ষণযোগ্য ভূমি থাকিলে তাহা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া);
(ঙ)	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান;
(চ)	ভূমির বিস্তারিত ব্যবহার পরিকল্পনা (আবাসিক বা অফিসের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন তাহার বিবরণ, রাস্তার **ভূ**মির পরিমাণ**;** রাস্তা, বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ, জলাশয় বা খালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তার পরিমাণ, ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং উক্ত বর্ণনার পাশাপাশি নকশায় তাহা অঙ্কিত থাকিতে হইবে)**;**
(ছ)	প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ কর্তৃক তফসিল-৩ মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
(জ)	উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র;
(ঝ)	অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা/অঙ্গীকার পত্র (বাজেট বরাদ্দ বা অনুমোদিত ডিপিপি'র সত্যায়িত কপি অথবা ডিপিপি না থাকিলে তফসিল-৪ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের স্বাক্ষরিত পত্র)
(ঞ)	প্রস্তাবিত ভূমির বর্তমান ব্যবহার, স্থাপনা বা অবকাঠামোর বিবরণ (ভূমিতে বিভিন্ন অবকাঠামোর নির্মাণসালসহ বিবরণ, গাছপালার বিবরণ (বড়, মাঝারি, ছোট), নাম, আনুমানিক বয়সসহ, পুকুর বা জলাশয়ের বিবরণ, রাস্তা , ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ;
(ট)	তফসিল-৫ মোতাবেক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (পুনর্বাসনের আবশ্যকতা থাকিলে দাখিল করিতে হইবে এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমির প্রস্তাবও একই সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে);
(ঠ)	রাজউক, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য);
(ড)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(ঢ)	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;
(ণ)	প্রস্তাবিত ভূমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশান, সিমেট্রি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে সেই সংক্রান্ত তথ্যাদি ও অধিগ্রহণের অপরিহার্যতার যৌক্তিকতা এবং স্থানান্তর বা অন্যত্র পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা ও আর্থিক সংস্থান, ইত্যাদি;
(ত)	প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিও চিত্রের কপি, গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ, ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত

	(সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অবস্থান প্রমাণক) ছবির কপি সিডি বা ডিভিডি ও পেনড্রাইভে সরবরাহ করিতে হইবে;
(থ)	পুরানো দপ্তর বা স্থাপনার পরিবর্তে নুতন দপ্তর বা স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর, স্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট ভূমি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করা হইবে মর্মে প্রস্তাব প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র;
(দ)	ইতোপূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত বা অন্য কোনোভাবে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণকৃত, বন্দোবস্তকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন জমির ব্যবহার বিবরণী, তফসিল-৬ মোতাবেক;
(ধ)	অধিগ্রহণকৃত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে তফসিল-৭ মোতাবেক অঙ্গীকার পত্র;
(ন)	আরবিট্রেশন আদালতের বা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল এর নির্দেশে ক্ষতিপূরন বাবদ বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হবে মর্মে অঙ্গীকার নামা তফসিল-৪ ।
(প)	তফসিল-৮ মোতাবেক অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক সর্বশেষ মালিকানার তথ্য।

পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমি পুনঃঅধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রত্যাশী সংস্থার সম্মতিপত্র অথবা যৌক্তিকতাসহ মতামত

(২) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত উপ-বিধি (১) এর অনুচ্ছেদ (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ), (ত), (দ), (ধ), (ন) এবং (প) এ বর্ণিত কাগজপত্র এবং নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রত্যেকটির ৫(পাঁচ) কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থায়নের উৎস / অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র;

(খ) বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মতিপত্র;

(গ) জয়েন্ট স্টক রেজিস্টার হইতে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণক, বোর্ড অব ডাইরেক্টরের তালিকা এবং মেমোরেন্ডামের সত্যায়িত (জয়েন্ট স্টক রেজিস্টারের স্বাক্ষরিত) কপি;

(ঘ) ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে তফসিল ৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক সম্মতিপত্র বা চুক্তিনামা;

(ঙ) ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ সংবলিত এফিডেভিট;

(চ) প্রকল্পটির জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, পরিসংখ্যান, যৌক্তিকতা;

(ছ) ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার নিজস্ব ভূমি থাকার ঘোষণাপত্র [নামজারি খতিয়ান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদ বা প্রমাণাদি যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যায়িত];

(জ) পরিচালনা পর্ষদ/স্বত্বাধিকারী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত রেজুলেশন/ সম্মতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(ঞ) রেফারেন্স ও হাল নকশা (প্রস্তাবিত ভূমি ও নিজস্ব ভূমি চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে)।

(৩) অধিগ্রহণ প্রস্তাব ও উহার সহিত সংযুক্ত কাগজপত্র (সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে) প্রত্যাশী সংস্থার অফিস প্রধান অথবা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এবং বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অথবা প্রতিষ্ঠান-প্রধানের স্বাক্ষরিত বা ক্ষেত্রমত সত্যায়িত হইতে হইবে; অস্পষ্ট, কাটাকাটি, ঘষামাজা ও স্বাক্ষরবিহীন কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের মূলকপি/সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে, মূলকপি/সার্টিফাইড কপি প্রদান সম্ভব না হইলে প্রস্তাবক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি প্রদান করা যাইবে।

(৫) সাধারণত একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সমুদয় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে, তবে প্রকল্পটি একাধিক বৎসরে বা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতি বৎসরে বা পর্যায়ে যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বিস্তৃত হইলে প্রত্যেক জেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন করার জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা টিমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে।

(৭) জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান মোতাবেক প্রস্তাব ও কাগজপত্র পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে দাখিলের বিষয়টি যাচাইয়ান্তে নিশ্চিত হইয়া বিধি ৫(২) এ উল্লেখিত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা একটি প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন।

(৮) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রস্তাবিত ভূমির সর্বশেষ জরিপের দাগসূচির সাথে পূর্ববর্তী সকল জরিপের দাগসূচি ও পেন্টাগ্রাফ ম্যাপের ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত ভূমি পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রস্তাবিত ভূমিতে কোনো সরকারি স্বার্থ রহিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৯) প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ভূমির মৌজা ম্যাপের সহিত সংশ্লিষ্ট দাগ, দাগের ভূমির পরিমাণ পরিমাপ করতঃ, মৌজা বাউন্ডারির সহিত অপর মৌজা বাউন্ডারি, সংশ্লিষ্ট খতিয়ান ও দাগসূচি এবং খতিয়ান ও দাগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেফারেন্সের জন্য পূর্ববর্তী জরিপ আবশ্যিকভাবে ক্রস চেক করিয়া প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সেই মোতাবেক প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে হালনাগাদ করিয়া লইতে হইবে।

(১০) উপধারা-১(ছ) মোতাবেক প্রশাসনিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে (ক) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দাখিল করিতে হইবে।

(খ) মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের পূর্বে নতুন অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, বহুতল ভবন নির্মান, লে-আউট প্লান হতে পরিহারযোগ্য স্থাপনা/ভূমির ব্যবহার পরিহারকরণ, জমির পরিমাণ হ্রাসকরণ সম্ভব কিনা, ইত্যাদি যাচাই করিয়া অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা ও প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ নূন্যতম হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করিয়া তফসিল-৩ এ প্রদত্ত নমুনা মোতাবেক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(গ) প্রশাসনিক অনুমোদন-পত্রে উপবিধি (২) এর বিধান বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, উপজেলা, থানা বা এলাকার উল্লেখ থাকিবে; সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মৌজা বা দাগ নম্বরের উল্লেখ থাকিবে না; পরবর্তীতে বিধি ৫ এ বর্ণিত জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি প্রত্যাশী সংস্থাসহ সরেজমিন সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া মৌজা, দাগ ও জমির পরিমাণ চূড়ান্ত করিবে।

৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব যাচাই। - (১) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নিকট সরাসরি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল হইবার পর উহা নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা উহা প্রাপ্ত হইবার অনধিক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিজ উদ্যোগে প্রস্তাবিত ভূমির খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর এবং দাগের বিপরীতে উল্লিখিত ভূমির পরিমাণ, সরকারি স্বার্থযুক্ত বা সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি আছে কিনা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সহকারি কমিশনার (ভূমি)র সহযোগিতা গ্রহণক্রমে যাচাই করিয়া উহার উপর একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া নথিতে রাখিবেন।

(২) দাখিলকৃত প্রস্তাব ও কাগজপত্র যাচাইয়ান্তে নথিতে উপস্থাপনকালে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রযোজ্যতা অনুসারে বর্ণিত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে নথির নোটাংশে উল্লেখ করিবেন।

৫। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি:- (১) জেলা সদরে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপ হইবে:-

(ক)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	- সদস্য
(গ)	সিভিল সার্জন	- সদস্য
(ঘ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	- সদস্য
(চ)	নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ	- সদস্য

(ছ) প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি - সদস্য

(জ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) - সদস্য সচিব

স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই:- (২) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ (মৌজা, দাগসূচি ও জমির পরিমাণ চূড়ান্তকরণ) এর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতরূপে কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব) - সভাপতি

(খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) - সদস্য

(গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর প্রতিনিধি - সদস্য

(ঘ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সংশ্লিষ্ট উপজেলা অথবা রাজস্ব সার্কেল) - সদস্য

(চ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

জেলা প্রশাসক প্রয়োজনবোধে কমিটিকে সহায়তা বা কারিগরি মতামত প্রদানের জন্য প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক বা একাধিক ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত ভূমি বা উহার কোনো অংশ পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(৩) স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সরেজমিন যাচাই ও পর্যালোচনা করিয়া তফসিল-১০ মোতাবেক প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণীসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) প্রবাহমান খাল বা জলাশয়, পাহাড় ও বন হিসাবে ঘোষিত এলাকা অধিগ্রহণ করা যাইবে না। অপরিহার্য ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ-সীমা বা এলাইনমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, উহাকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব বা দাগসূচির বাহিরে রাখিয়া ও প্রকৃতি-ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এলাইনমেন্টভুক্ত করিতে হইবে। প্রাকৃতিকভাবে কোনো জলাশয়ের শ্রেণি পরিবর্তিত হইলে প্রচলিত পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ ও শ্রেণি পরিবর্তন করিয়া একান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে অধিগ্রহণভুক্ত করা যাইবে।

(৫) অপেক্ষাকৃত উর্বর কৃষি জমি, ঘনবসতি এলাকা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।

(৬) ন্যূনতম জমির পরিমাণ নির্ধারণে টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইলে স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি প্রতিবেদনে সেটি উল্লেখ করিবে।

(৭) স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি প্রস্তাবিত স্থানের স্থিরচিত্র বা ভিডিও ধারণ বা উপযুক্ত অন্য কোনো প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল সার্ভে করিতে পারিবে।

(৮) স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কাজে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হইলে বা কোনো ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজন হইলে উহা প্রত্যাশি সংস্থা বহন করিবে।

(৯) জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদন তাহার মতামত বা সুপারিশসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৬। **জমির ন্যূনতম পরিমান নির্ধারণ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি।-** (১) স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের সুপারিশ করিলে জেলা প্রশাসক প্রস্তাবটি স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদন ও তাহার মতামতসহ টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি উহার আওতাধীন এলাকার যে কোন প্রস্তাব প্রয়োজনবোধে টেকনিক্যাল কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে এক বা একাধিক টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) টেকনিক্যাল কমিটি প্রয়োজনীয় তদন্ত, সরেজমিন পরিদর্শন, পর্যালোচনা, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ন্যূনতম পরিমাণের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাধীন এলাকার ক্ষেত্রে (জেলা থেকে প্রাপ্ত স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনসহ) উক্ত কমিটিতে উপস্থাপন করিবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

৭। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি, অর্পিত, পরিত্যক্ত, ইত্যাদি ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে করণীয়:-

(১) অধিগ্রহণ প্রস্তাবভুক্ত জমি পুরাটাই খাস জমি হইলে (বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব ব্যতিত) তাহা অধিগ্রহণ না করিয়া বিধি মোতাবেক বন্দোবস্তীর ব্যবস্থা নিতে হইবে। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে আংশিক জমি ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত থাকিলে উহা প্রচলিত পদ্ধতিতে বন্দোবস্ত গ্রহণ কিংবা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা যাইবে।

(২) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভূমিতে অর্পিত, পরিত্যক্ত বা অন্য কোনো সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ নির্ধারিত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সরকারি হিসাব বা কোডে জমা প্রদানপূর্বক যথাসময়ে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৩) কোনো বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জন্য পূর্বে অধিগৃহীত সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

৮। **সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির আন্তঃবিভাগীয় হস্তান্তর।-** (১) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে (সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূমিতে) অন্য কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা অধিগ্রহণের পরিবর্তে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া হস্তান্তর-মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রদান করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে দখল হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) নতুন প্রত্যাশী সংস্থা তিন ফর্দ নক্সা (নক্সা প্রার্থিত সম্পত্তির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া) ৩ ফর্দ দাগসূচী মৌজা নং, জে. এল. নং. দাগ নং. দাগের মোট সম্পত্তি পরিমাণ, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখক্রমে) এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি কত নং এল, এ. কেস মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত এতদসম্পর্কীয় তথ্যসহ কি উদ্দেশ্যে প্রার্থিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ আছে কি না ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না; প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনগত বা অন্য কোন জটিলতা দেখা দিবে কি না এতদসম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে।

(গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া দিবে।

(ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পর পরই জেলা প্রশাসক আইন ও অত্র বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পত্তির বাজার মূল্য ও অন্যান্য স্থাপনা, ভবন, ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করিয়া সম্পত্তির প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন ও ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) অর্থ প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির অর্পণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছিল অথবা বিধি ৮ (ঘ) অনুযায়ী সম্পত্তির নির্ণীত প্রকৃত বাজারমূল্য (বাজার মূল্যের উপর আরোপিত অতিরিক্ত অংশ ব্যতিত) যা অধিক হইবে সেই পরিমাণ অর্থ উক্ত সংস্থাকে প্রদান করিয়া বাকী অর্থ '৭- ভূমি রাজস্ব বিবিধ আদায়' বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাতে জমা করিয়া দিবেন। অতঃপর জেলা প্রশাসক ট্রেসিংক্লথে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নক্সাসহ সম্পত্তি গ্রহণকারী সংস্থা বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিবেন এবং নক্সায় অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এল. এ. কেইসের দুই ফর্দ সংশোধিত নক্সা ট্রেসিংক্লথে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অপর ফর্দ এল. এ. কেইস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(চ) সম্পত্তির হস্তান্তরের পর পরই জেলা প্রশাসক হস্তান্তর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি তফসিল-১১ মোতাবেক সরকারী গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর যথানিয়মে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। **ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান ইত্যাদির ক্ষেত্রে করণীয়।**- (১) প্রকল্পের এলাইনমেন্টের ভিতরে কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান বা অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপনা হিসাবে ব্যবহৃত কোনো সম্পত্তি থাকিলে এবং কোনোক্রমেই এলাইনমেন্ট বহির্ভূত করিবার কোনো অবকাশ না থাকিলে, তাহা নকশায় আলাদা কালিতে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং প্রস্তাবে উহার অপরিহার্যতার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক উক্তরূপ অধিগ্রহণকৃত ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান, যথাসম্ভব অধিগ্রহণকৃত অবকাঠামোর সমমানের অথবা উহা অপেক্ষা উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ, স্থানান্তর অথবা নূতনভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যাশী সংস্থা সম্ভাব্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা করিতে পারিবেন তাহা অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। **খাল বা জলাশয়, পাহাড় ও বন হিসাবে ঘোষিত এলাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণীয়।**- (১) প্রবাহমান খাল, জলাশয়, পাহাড় ও বন হিসাবে ঘোষিত এলাকা অধিগ্রহণ করা যাইবে না;

তবে, অপরিহার্য ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ-সীমা বা এলাইনমেন্টের মধ্যে উহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, উহাকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব বা দাগসূচির বাহিরে রাখিয়া ও প্রকৃতি এবং ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এলাইনমেন্টভুক্ত করা যাইবে।

(২) প্রাকৃতিকভাবে কোনো জলাশয়ের শ্রেণি পরিবর্তিত হইয়া গেলে এবং উহা ভবিষ্যতে জলাশয় হিসাবে ব্যবহারের কোনো উপায় না থাকিলে, প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রেণি পরিবর্তন অন্তে অধিগ্রহণভুক্ত করা যাইবে।

১১। **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ।**- (১) আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মৌজার 'মূল্য বৃদ্ধির হার' এর অধিক মূল্যে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়, ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন এবং সকল প্রকার স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া এবং অনুরূপ করা হইলে উহা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য হইবে না মর্মে তফসিল-১২ মোতাবেক আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা: 'কোনো নির্দিষ্ট মৌজার 'নাল' শ্রেণির ২০২৩ সালে ভূমি হস্তান্তরের নিমিত্ত ধার্যকৃত মৌজাভিত্তিক সর্বনিম্ন মূল্য একর প্রতি ৪,০০,০০০/- টাকা, উক্ত মৌজার সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক ২০২৪ সালের জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য ৪,৬০,০০০/- টাকা হইলে ২০২৩ থেকে ২০২৪ এ মূল্য বৃদ্ধি হয় ১৫%। উক্ত ভূমি ২০২৫ সালের জন্য হস্তান্তর করা হইলে দলিলে উল্লিখিত মূল্য ২০২৪ সালে উল্লিখিত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা ১৫% এর বেশি হইবেনা অর্থাৎ ৫২৯০০০/- টাকার বেশি হইবে না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বোচ্চ মূল্য সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা ১৫% এর বেশী হইবে না।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন জারিকৃত আদেশের কপি প্রস্তাবিত স্থানে প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কার্য করা হইলে করিলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় উহা বিবেচনা করা যাইবে না এবং প্রয়োজনবোধে সরকারি আদেশ লংঘনের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ:-**

(১) উপরোক্ত যাচাইঅন্তে এবং সম্ভবতা যচাই কার্যক্রমের ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রস্তাব যথাযথ প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

(২) প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র দাখিলকৃত না হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং চাহিত কাগজাদি প্রাপ্ত হইলে উপবিধি (২) এর অনুসারে নোটাংশে উল্লেখ করিবেন ও উল্লিখিত সময়ে চাহিত কাগজাদি দাখিল না হইলে বা দাখিল করিতে ব্যর্থতা বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে বা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত প্রস্তাব নথিজাত করিবেন।

(৩) সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আইন ও এই বিধির অধীনে অধিগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন এবং আইন ও বিধি বিবেচনায় উহার কার্যপরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণ বা পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। **ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাব যাচাই ও গ্রহণ:-**

(১) অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় প্রকল্পের জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ বিবেচনা ও সকল সংযুক্ত কাগজাদি যাচাইক্রমে ধারা ৪ এর অধীনে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংযুক্ত কাগজাদিসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) জেলা প্রশাসক উপবিধি (১) মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত অধিগ্রহণের প্রস্তাব এবং সংযুক্ত কাগজপত্র বিধি ৪ এর উপবিধি (১) অনুসারে বা যে ভাবে উপযুক্ত সেভাবে যাচাই করিতে আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র দাখিলকৃত না হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত সময়ে উপবিধি (২) অনুসারে চাহিত কাগজাদি দাখিল না হইলে বা দাখিল করিতে ব্যর্থতা বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে বা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে জেলা প্রশাসক মতামতসহ প্রতিবেদন এবং অধিগ্রহণের প্রস্তাব ও সংযুক্ত কাগজপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় যেভাবে উপযুক্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব নিষ্পত্তি করিবে।

১৪। কেন্দ্রীয় ও জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি।- (১) তফসিল-১৩ এ উল্লিখিত এলাকা ও সকল বেসরকারী ব্যক্তি/সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে ও অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিতভাবে 'কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি' কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(খ)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে), ভূমি মন্ত্রণালয়	-সহ-সভাপতি
(গ)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী বা মাননীয় উপদেষ্টা না থাকিলে সহ-সভাপতি হিসাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন)	- সদস্য
(ঘ)	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- সদস্য
(ঙ)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(চ)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
(ছ)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(জ)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঝ)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঞ)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ট)	সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	- সদস্য
(ঠ)	সচিব, রেলপথ বিভাগ	- সদস্য
(ড)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
(ঢ)	সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ণ)	সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ত)	কমিশনার, (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	- সদস্য
(থ)	চেয়ারম্যান, (সংশ্লিষ্ট নগর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)	- সদস্য
(দ)	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,	-সদস্য
(ধ)	জেলা প্রশাসক, (সংশ্লিষ্ট জেলা)	- সদস্য
(ন)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ), ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

(৩) উপ-বিধি(১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিতভাবে 'জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি' থাকিবে, যথা:-

(ক)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	- সদস্য
(গ)	সিভিল সার্জন	- সদস্য
(ঘ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	- সদস্য
(ঙ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ	- সদস্য
(চ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
(ছ)	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	- সদস্য
(জ)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
(ঝ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	- সদস্য

(ঞ)	উপপরিচালক বা সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
(ট)	উপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	- সদস্য
(ঠ)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	- সদস্য
(ড)	প্রকল্প পরিচালক বা প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি প্রতিনিধি	- সদস্য
(ঢ)	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	- সদস্য
(ণ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সংশ্লিষ্ট উপজেলা অথবা রাজস্ব সার্কেল)	-সদস্য
(ত)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব)	- সদস্য সচিব

(৪) (ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো ভূমি বা কোনো সংস্থার নামে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত কোনো ভূমি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় উক্ত সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামতসহ উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রয়োজনবোধে কমিটিকে সহায়তা বা কারিগরি মতামত প্রদানের জন্য প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক বা একাধিক ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(গ) ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো সম্পত্তি প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/স্থানীয় অফিস প্রধানকে সভায় আহ্বান জানাইতে হইবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবক সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং প্রকল্প পরিচালককে এবং জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে এবং প্রস্তাবক সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে উক্ত প্রস্তাব সাধারণত বিবেচনা করা হইবে না।

(৫) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি অথবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবে, যথা:-

১ অধিগ্রহণ প্রস্তাব ও কাগজপত্র যথাযথ কিনা;

২ স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদন এবং জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৩ টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন, যদি থাকে;

৪ প্রস্তাবটি জনস্বার্থ সম্পৃক্ত কিনা;

৫ প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কিনা;

৬ প্রস্তাবিত/প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম কিনা;

৭ ভূমির পরিমাণ কমানো বা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভূমির পরিমাণ কমানো যায় কিনা;

৮ সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করা;

৯ দুই/তিন ফসলি কৃষি ভূমি/জলাশয়/জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহার অপরিহার্যতা পরীক্ষা করা;

১০ অধিগ্রহণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে কিনা;

১১ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমিতে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, ইত্যাদি থাকিলে উক্ত ভূমির অধিগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় কিনা ও পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা;

১২ বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে প্রস্তাবক ব্যক্তি অথবা সংস্থার নিজস্ব ভূমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা এবং প্রস্তাবক ভূমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে কিনা।

(৬) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া জমির পরিমাণসহ ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে অধিগ্রহণে অনুসরণীয় শর্তাদি নির্ধারণ অথবা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি অথবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের নকশা ও দাগসূচিতে সভার তারিখ ও ভূমির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক বা ক্ষেত্রমত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সদস্য সচিব স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের সাথে জেলা প্রশাসকের সুপারিশ অথবা সুনির্দিষ্ট মতামত এবং নক্সা ও দাগসূচিতে তাহার স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(৯) বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থার দাখিলকৃত সকল অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে এবং জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিয়া উহার সুপারিশ, যদি করা হয়, সহ প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির পর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম আরম্ভ করিতে হইবে।

১৫। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের নথি সৃজন ইত্যাদি।- (১) অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা প্রাথমিক যাচাইয়ের পরে নথি সৃজন করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলার প্রতিটি পৃথক অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য পৃথক নথি সৃজন করিবেন এবং নথি নম্বর প্রদান করিবেন।

(২) ইলেক্টনিক পদ্ধতিতে নথি সৃজনকৃত হইলে উপবিধি (১) অনুসারে পৃথক নথি সৃজন করিবেন এবং যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথি নম্বর প্রদত্ত না হয় তখন ক্রম রক্ষা করিয়া নথি নম্বর প্রদান করিবেন।

(৩) অধিগ্রহণের প্রস্তাব ও তথ্য বিবরণী উল্লেখ করিয়া নথি উপস্থাপিত হইলে জেলা প্রশাসক ৪ ধারার নোটিশ জারির পক্ষে বা না জারির পক্ষে কারণ উল্লেখ করিয়া নোটাংশে আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার অধিগ্রহণের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক আদেশনামা প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশনামা প্রাপ্ত নথিতে আদেশনামা অংশে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট হইতে অধিগ্রহণের কোন নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথক আদেশনামায় প্রয়োজনে কারণ উল্লেখসহ উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশনামা প্রাপ্ত নথিতে আদেশনামা অংশে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) নথি অগ্রায়ণ বা ফেরত প্রদান করা হইলে উহাতে সংযুক্ত সকল কাগজাদিসহ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্বে কোন অধিগ্রহণ কেস নথি খোলা যাইবে না।

(৮) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা **তফসিল-১৪** মোতাবেক প্রস্তুতকৃত অধিগ্রহণ রেজিস্টারে ছকভিত্তিক তথ্য পূরণ করিয়া হালনাগাদসহ উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৯) ডিজিটালাইজড/ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তন সাপেক্ষে এই বিধির বিধান ডিজিটাল রেজিস্টার ও নথি ব্যবস্থাপনার অধীনে অনুসরণযোগ্য হইবে এবং অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট বা নথি সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি স্ক্যান করিয়া আপলোড করিতে হইবে এবং এইরূপ আপলোড স্বত্তেও জেলা প্রশাসক ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশনার বা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন বিশেষ বা সকল কাগজাদির হার্ড কপি উপস্থাপন বা প্রদর্শনের আদেশ প্রদত্ত হইলে, হার্ড কপি উপস্থাপন বা প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৬। জমির ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি।- (১) স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের সুপারিশ করিলে জেলা প্রশাসক প্রস্তাবটি স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদন ও তাহার মতামতসহ টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি উহার আওতাধীন এলাকার যে কোন প্রস্তাব প্রয়োজন বোধে টেকনিক্যাল কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় ভূমি মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে এক বা একাধিক টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) টেকনিক্যাল কমিটি প্রয়োজনীয় তদন্ত, সরেজমিন পরিদর্শন, পর্যালোচনা, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ন্যূনতম পরিমাণের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাধীন এলাকার ক্ষেত্রে (জেলা থেকে প্রাপ্ত স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনসহ) উক্ত কমিটিতে উপস্থাপন করিবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অধিগ্রহণ কার্যক্রম

১৭। অধিগ্রহণ কেস রুজু।- (১) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য জেলা প্রশাসক একটি অধিগ্রহণ কেস চালু করিবেন;

তবে ভূমির পরিমাপের আধিক্য বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হিসাবে একটি প্রকল্পের জন্য একাধিক নথি সৃজন করা যাইবে।

(২) অধিগ্রহণ কেসসমূহ অর্থ বৎসরভিত্তিক ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া উহা তফসিল-১৪ অনুযায়ী এলএ কেস রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং গৃহিত প্রতিটি কার্যক্রমে আইন ও বিধির বিধান সাপেক্ষে তফসিল-১৫ এ উল্লিখিত সময়সীমা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থার সহিত আলোচনাপূর্বক তফসিল-১৫ এ উল্লিখিত সময়সীমার আলোকে প্রতিটি কার্যক্রম আরম্ভের তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন ও ধারা ৪(১) উপধারার নোটিশের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৪) অধিগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলতার সহিত সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে।

(৫) অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ, ইলেক্ট্রনিক ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

১৮। ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ।– (১) অধিগ্রহণ কেস রুজুর পরপরই, ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে, প্রত্যাশী সংস্থার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ভূমির প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃতি, ব্যবহার এবং উপরিস্থিত ফসল, অবকাঠামো, গাছপালাসহ সকল স্থাপনার ডিজিটাল সার্ভে এবং ড্রোন অথবা আধুনিক অন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া ভিডিও ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যথাসম্ভব বিরতিহীনভাবে ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তফসিল-১৬ অনুযায়ী একটি বিবরণী প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৩) উক্ত বিবরণী প্রণয়নের সময় প্রতিটি স্থাপনা, অবকাঠামো ও ক্ষতিপূরণযোগ্য বিষয় চিহ্নিত করিয়া স্থিরচিত্র গ্রহণ করে উহার স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর প্রদান করিতে হইবে; যাহা পরবর্তীতে যৌথ তদন্ত ও রোয়েদাদ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) বিবরণী প্রণয়নের সময় দাগ ভিত্তিক জমির বাস্তব শ্রেণি পরিমাপ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তফসিল-১৬ তে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৯। ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারি।- (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পূর্ণ ভূমির তফসিল উল্লেখ করিয়া তফসিল-১৭ মোতাবেক ৪(১) ধারার নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জারিতব্য নোটিশ অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমিতে ও উক্ত এলাকায় সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ একাধিক স্থানে প্রদর্শন করত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে উক্ত নোটিশ নোটিশ-বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা নোটিশের বিষয়বস্তু প্রকল্প এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করিয়া জমির মালিকগণকে নামজারি করিবার অনুরোধ করিবে।

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও স্বীয় উদ্যোগে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির নামজারি ও রেকর্ড হালকরণ ন্যূনতম সময়ে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

(৫) বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষেত্রে ধারা ৪ এর (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে তফসিল-১৮ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক ধারা ১৭(১) এর অধীন একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।

২০। **অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া।-** (১) ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত ভূমিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ধারা ৫(১) এর অধীন প্রাপ্ত সকল আপত্তি তফসিল-১৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া অধিগ্রহণ কেসের আদেশপত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক নিজে শুনানি করিবেন বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শুনানি বা অনুসন্ধান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার আদেশপত্রে জেলা প্রশাসকের মতামত থাকিতে হইবে।

(৪) শুনানী গ্রহণকালে আপত্তি দাখিলকারীগণের বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং আপত্তিকারীগণের আপত্তি ও বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশী সংস্থার লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) আপত্তিকারীগণ তাহাদের আপত্তি প্রত্যাহার করিতে চাহিলে তা লিখিতভাবে করিতে হইবে, যাহা আদেশপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে; অনুরূপ ক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে না।

(৬) শুনানি বা প্রয়োজনবোধে অধিকতর অনুসন্ধানের পর আপত্তি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদনের একটি ছায়ানথি আপত্তি দাখিলের সময় উত্তীর্ণ হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তুত করিবেন এবং ৫০ বিঘার (১৬.৫০ একর) নিম্নের ভূমির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও ৫০ বিঘা (১৬.৫০ একর) ও তদূর্ধ্ব ভূমির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৭) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি দাখিল না হইলে বা দাখিলকৃত আপত্তি প্রত্যাহার করা হইলে, অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ১৬.৫০ একরের (৫০ বিঘা) নিম্নে হইলে জেলা প্রশাসক আইনে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর অধিগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ১৬.৫০ একরের (৫০ বিঘার) উর্ধ্বে হইলে সুপারিশ সংবলিত নথি সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

২১। **সরকার বা কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।-** (১) বিভাগীয় কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, সরকার ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধানের অধীন এবং উহাতে বর্ণিত সময়সীমা অনুযায়ী অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত নথিতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৩) সরকার বা কমিশনারের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ছায়ানথি মূল নথিতে একীভূত করিবেন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নক্সা ও দাগসূচীতে স্বাক্ষর করিবেন।

২২। **অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড হালনাগাদকরণ।-** (১) আইনের ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রত্যাশী সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত তফসিল-২ এর ভূমি মালিকানার প্রাথমিক তথ্য ছকের অবশিষ্ট তথ্যাদি পূরণ করিয়া প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এ উদ্দেশ্যে উক্ত ছকের সাথে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রস্তাবের সাথে প্রাপ্ত সমন্বিত দাগসূচী ও পেন্টাগ্রাফের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তফসিল পরিবর্তিত হইলে উহার আলোকে ভূমি মালিকানার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংশোধন করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) এ বর্ণিত তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি ও এক বা একাধিক সার্ভেয়ারকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে, যাহারা উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে দ্রুততম সময়ে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করিবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল ৮ এর অবশিষ্ট তথ্য পূরণ করিয়া ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখায় প্রেরণ করিবেন।

(৫) সিএস হতে সর্বশেষ জরিপ পর্যন্ত রেকর্ড ও সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারাদি পর্যালোচনা করিয়া অধিগ্রহণভুক্ত ভূমিতে সরকারি স্বার্থ পরিলক্ষিত হইলে সরকারি স্বার্থের বিবরণ, কারণ, জমির পরিমাণ, মামলা থাকিলে উহার তথ্য, ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য ছকে দাগভিত্তিক উল্লেখ করিতে হইবে; কোনো দাগের আংশিক ভূমিতে সরকারি স্বার্থ পরিলক্ষিত হইলে উক্ত আংশিক ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান নিরূপণ করিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) অধিগ্রহণকৃত ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে মালিকানা নির্ধারণের প্রয়োজনে, প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত, অধিগ্রহণকৃত ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের অনুকূলে রেকর্ড হালকরণ বা নামজারি করা যাইবে;

তবে নামজারি খতিয়ান, দাখিলা ও অন্যান্য কাগজপত্রে 'অধিগ্রহণকৃত ভূমি, অধিগ্রহণ বা ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণযোগ্য হইবে না' মর্মে সিলমোহর প্রদান করিতে হইবে।

(৭) ভূমি মালিকানার প্রাথমিক ছক এল এ শাখায় প্রেরণের পর সম্পাদিত নামজারি বা রেকর্ড সংশোধন খতিয়ানের একটি কপি ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং ভূমি অধিগ্রহন শাখা খতিয়ানের কপি প্রাপ্তির পর প্রয়োজনবোধে তফসিল ৪ এর ছক ও অন্যান্য তথ্যাদি হালনাগাদ করিবে।

২৩। যৌথ তদন্ত।- (১) ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভিডিও ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে ড্রোন ও ডিজিটাল সার্ভের সহায়তায় বা অন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির হালনাগাদ মালিকানার তথ্য, বাস্তব অবস্থা ও উহার উপরিস্থিত স্থাপনা, অবকাঠামো, গাছপালা, ইত্যাদি সরেজমিন তদন্ত করিয়া তফসিল ১৬ এ বর্ণিত ছকে বিস্তারিত তথ্যাদি সম্বলিত যৌথ তদন্ত তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

তবে জেলা প্রশাসক কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক উক্ত তালিকা প্রণয়নের সময়সীমা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(২) যৌথ তদন্তকালে ধারা-৪ এর উপ-ধারা(৩)(ক) এর অধীন ভিডিও/স্থিরচিত্রে ধারণকৃত এবং বিবরণীতে উল্লেখিত জমির বাস্তব শ্রেণি এবং স্থাপনা, ফসল, গাছপালা বা অবকাঠামো ভিন্ন অন্য কোনো শ্রেণি বা স্থাপনা, ফসল, গাছপালা বা অবকাঠামো যৌথ তদন্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৩) যৌথ তদন্তকালে ভূমির সর্বশেষ মালিকানা ও দখলের দাগভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পূর্বে সংগৃহীত তফসিল- ৮ এর মালিকানার তথ্যাদির ভিত্তিতে এবং দাগভিত্তিক (প্লট টু প্লট) তদন্ত, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাগভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রাপ্যতা বা জমির পরিমাণ উল্লেখসহ তফসিল-২০ এ হালনাগাদ বা সর্বশেষ মালিকানা ও দখলের তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(খ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের মালিকানা, স্বত্ব বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলিল ও কাগজপত্র তদন্তকারী কর্মচারীগণের নিকট উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এ উদ্দেশ্যে যৌথ তদন্তের সময় তাহাদের উপস্থিত থাকিবার জন্য যৌথ তদন্তের সময়সীমা অবহিত করে পূর্বেই মাইকিং ও প্রচারণা চালাইতে হইবে।

(গ) দাগের আংশিক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণভুক্ত অংশের মালিক ও সংশ্লিষ্ট নামজারিসমূহ যৌথ তদন্তের সময় চিহ্নিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(ঘ) কোনো অধিগ্রহণভুক্ত ভূমির দখলকারের নামে উক্ত ভূমির রেকর্ড বা নামজারি না থাকিলেও উত্তরাধিকারমূলে বা কোনো রেজিস্টার্ড দলিল অথবা অন্য কোনো আইনানুগ সূত্রে মালিকানা অর্জন করিয়া থাকিলে তাহার নাম যৌথ তদন্ত ও রোয়েদাদে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; কিন্তু অনুরূপ দখলের সমর্থনে মালিকানা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না; অনুরূপ দখলের বিষয় মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

(ঙ) যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অধিগ্রহণভুক্ত কোনো ভূমির হালনাগাদ মালিকানার তথ্য পাওয়া না গেলে কিংবা মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা থাকিলে, শুধুমাত্র উক্ত পরিমাণ ভূমি রেকর্ডিয় মালিকের নামে লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য কলামে প্রয়োজনীয় নোট রাখিতে হইবে; এইরূপ ভূমির ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোনো আবেদন পাওয়া গেলে মিস কেস রুজু করিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে; মালিকানার হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহে গাফলতি করিয়া দায়সারাভাবে রেকর্ডিয় মালিকের নামে তালিকা প্রস্তুত করা হইলে উহা দায়িত্বে অবহেলা ও অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) একটি প্লট বা দাগে একাধিক মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তি থাকিলে প্রত্যেকের মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে বন্টনবিহীন ভূমির ক্ষেত্রে একত্রে বসবাসরত পরিবারের সদস্যগণ, ওয়ারিশগণ বা সহ-শরীকগণ চাহিলে তাহাদের নাম একত্রে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

(৪) অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে ভবন, স্থাপনা, ঘরবাড়ি, পুকুর থাকিলে গণপূর্ত বিভাগ, ফসল থাকিলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, গাছপালা থাকিলে বন বিভাগ, মাছ থাকিলে মৎস বিভাগ কে এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য উপযুক্ত বিভাগের প্রতিনিধিকে যৌথ তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যৌথ তদন্তের সময় প্রত্যাশী সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ তদন্ত কালেই স্ব স্ব বিভাগের নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে মূল্যবধারণ (assessment) সম্পন্ন করবেন।

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত আংশিক ঘরবাড়ি বা ভবন মেরামত বা সংস্কার করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হইলে, ঘরবাড়ি বা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্থাপনা যৌথ তদন্তে অর্ন্তভুক্ত করা করা যাইবে না; শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মূল্যাবধারণ (assessment), ক্ষেত্রমত মেরামত ব্যয়সহ, করিতে হইবে।

(৬) প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশ কানুনগো কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রস্তাবিত স্থানে বিতরণ করিতে হইবে। উক্ত খসড়ার বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিলে যৌথ তদন্তকালেই ইহা যাচাই করিয়া সংশোধন করিতে হইবে।

(৭) যৌথ তালিকার সংশোধনের বর্ণিত বিষয়টি ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা তদারকি করিয়া নিশ্চিত করিবেন।

(৮) রেকর্ডিয় শ্রেণি হইতে বাস্তবে পরিবর্তিত শ্রেণির ক্ষেত্রে বিধি ২৪ এর পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত তথ্য তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে; অত:পর প্রস্তুতকৃত যৌথ তদন্ত তালিকায় নির্ধারিত স্থানে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি/প্রত্যাশী সংস্থার মনোনীত কমপক্ষে ২ (দুই) জন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও উপস্থিত (স্বাক্ষর প্রদানে ইচ্ছুক) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করিবেন।

(৯) উপবিধি (১) হইতে (৮) এর বিধান মোতাবেক কার্যক্রম সম্পন্ন ও প্রিন্ট করিয়া ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে যাচাইয়ান্তে চূড়ান্ত করিতে হইবে ও সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকা তফসিল-২১ এ প্রদত্ত নমুনা অনুসারে একটি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধিগ্রহীতব্য সম্পত্তি বা প্রকল্পের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, প্রত্যাশী সংস্থা বা প্রকল্প অফিসে প্রেরণ ও নোটিশ বোর্ড এবং অনলাইনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উহার ছায়ালিপি বিনামূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(১১) বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও প্রত্যাশী সংস্থা ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একাধিক টিম গঠন করা যাইবে এবং প্রয়োজনবোধে প্রত্যাশী সংস্থার সহায়তায় প্রকল্প এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে।

(১২) জেলা প্রশাসক নির্ভুল যৌথতদন্ত তালিকা প্রনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর অথবা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৪। রেকর্ডিয় শ্রেণি হইতে বাস্তবে পরিবর্তিত শ্রেণীতে যৌথতালিকা প্রস্তুতকরণ।— (১) যৌথ তদন্তে ভূমির রেকর্ডিয় শ্রেণি হইতে বাস্তব শ্রেণি ভিন্ন পরিলক্ষিত হইলে, আইনের ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন গৃহীত ভিডিও/স্থিরচিত্র ও প্রস্তুতকৃত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ বাস্তব শ্রেণি যাচাই করিয়া উহার সহিত **সামঞ্জস্য** রখিয়া পরিবর্তিত শ্রেণিতে যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে **সামঞ্জস্য** পরিলক্ষিত হইবে না সেইক্ষেত্রে বিধি ২৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) যে পরিমাণ ভূমির শ্রেণি পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা পরিমাপ অন্তে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা যৌথ তদন্ত প্রতিবেদনের অংশ হইবে।

(৩) যৌথ তদন্তে ভূমির রেকর্ডিয় শ্রেণি হইতে বাস্তব শ্রেণি ভিন্ন পরিলক্ষিত হইলে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ/রাজস্ব) আইনের ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন গৃহীত ভিডিও/স্থিরচিত্র ও প্রস্তুতকৃত বিবরণী পরীক্ষা করিয়া এবং সরেজমিন যাচাই অন্তে জেলা প্রশাসক বরাবর সুস্পষ্ট মতামত বা সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন:

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল, এ) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে জেলা প্রশাসক পরিবর্তিত শ্রেণি যৌথ তালিকায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে কেস নথিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) জেলা প্রশাসকের অনুমোদন প্রাপ্তির পর মন্তব্য কলামে উহা উল্লেখ করিয়া উক্ত পরিবর্তিত শ্রেণিসহ যৌথ তালিকা হালনাগাদ করিতে হইবে।

২৫। ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের পর অসদুদ্দেশ্যে নির্মিত অবকাঠামো দ্বারা বা অন্য শ্রেণির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে করণীয়:- (১) আইনের ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন ভিডিও/স্থিরচিত্র গ্রহণের পর কোনো স্থাপনা, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে ভূমির শ্রেণির পরিবর্তন করা হইলে উহা যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) একটি স্বতন্ত্র তালিকায় অনুরূপ অসদুদ্দেশ্যে নির্মাণ বা পরিবর্তনের বিস্তারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে ধারা ৪ এর উপধারা (৭) এর অধীনে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৮) এর অধীন আপিল ও পরবর্তী ব্যবস্থাদি।- (১) অনুমোদিত যৌথ তালিকা প্রদর্শনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, ধারা ৪ এর উপধারা (৭) ও বিধি ২৫ এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আপিল আবেদনের সাথে যৌথ তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশের অনুলিপি, আবেদনকরীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমিতে আবেদনকারীর স্বত্ব-স্বার্থ সম্পর্কিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ে উক্তরূপ কোনো আপিল দায়ের করা হইলে বিভাগীয় কমিশনার স্বয়ং উক্ত আপিল নিস্পত্তি করিবেন বা তাহার অধীনস্ত যে কোনো অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে উক্তরূপ আপিল নিস্পত্তির জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি উক্তরূপ আপিল শুনানিতে অংশগ্রহণ করিবেন।

(৪) নির্ধারিত সময়ের পরে দাখিলকৃত কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার তাহার নিকট দায়েরকৃত আপিলের অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি প্রতিবেদন তলব করিবেন ও তাহার পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহনের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৬) জেলা প্রশাসক উক্ত আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহার গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট নথির ছায়ালিপি, কমিটির প্রতিবেদন, ৪(৩) ধারার ভিডিও/স্থিরচিত্র/বিবরণী এবং ২৫(২) বর্ণিত স্বতন্ত্র তালিকাসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন ও উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবেন।

(৭) দায়েরকৃত আপিল, আপিলকারীর বক্তব্য, জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন ও তাহার প্রতিনিধির বক্তব্য ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এবং প্রয়োজনে অধিকতর অনুসন্ধান বা তদন্ত করিয়া বিভাগীয় কমিশনার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৮) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৯) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আপিল নিস্পত্তি করিতে হইবে এবং চূড়ান্ত আদেশের অনুলিপি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে যৌথ তদন্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট অংশে উহা উল্লেখ করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) যৌথ তালিকার স্থাপনা বা অবকাঠামোর তথ্য অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল না করা হইলে, নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে এবং আপিল করা হইলে আপিল উহা নিস্পত্তির পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তি হইতে সকল অবৈধ স্থাপনা, বাড়ি বা অবকাঠামো, ইত্যাদি নিজ খরচে অপসারণ করিয়া লইবেন।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে জেলা প্রশাসক অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য ৩ (তিন) কার্য দিবস সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক উচ্ছেদের বিষয় ঘোষণা করিয়া মাইকিং করিবেন ও নির্ধারিত সময়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা না হইলে প্রত্যাশী সংস্থার সহায়তায় উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১১) উপ-বিধি (১০) এর অধীন উচ্ছেদের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে; তবে উচ্ছেদের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মালিক প্রদান না করিলে উচ্ছেদের ব্যয়বিবরণী তালিকা রোয়েদাদে লিপিবদ্ধ করিয়া রোয়েদাদে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের সময় মালিকের নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে।

(১২) উপ-বিধি (১০) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাইকিং ব্যতীত অন্য কোনো নোটিশ প্রদান করিতে হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী, রোয়েদাদ ও প্রাক্কলন প্রস্তুতি

২৭। আইনের ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারি।- (১) যৌথ তদন্ত তালিকা চূড়ান্তকরণ এবং ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রস্তাবিত ভূমি দখলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তফসিল ২২ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক ৭ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত সাকুল্য ভূমির তফশিল উল্লেখ করিয়া অধিগৃহীতব্য সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য

স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা অফিসের ওয়েব সাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) এতদ্ব্যতীত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যৌথ তদন্তের ফিল্ডবুকে উল্লিখিত সকল ব্যক্তি/দখলকারসহ অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির জ্ঞাত সর্বশেষ মালিক বা স্বার্থবান সকল ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ভূমির তফশিল উল্লেখ করিয়া, আইনের ধারা ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান বা জারি করিতে হইবে।

(৪) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রত্যেকের দাবি, স্বার্থ বা স্বত্বের বিবরণী দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট যথাসম্ভব মূল কাগজপত্রসহ হাজির হওয়ার নিমিত্ত নির্ধারিত সময় ও স্থান উল্লেখ করিতে হইবে এবং একই দাগের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে যথাসম্ভব একই তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যে সকল কাগজপত্র ও তথ্য প্রয়োজন হইবে এবং যে ফরমে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে তাহাও অনুরূপ নোটিশে উল্লেখ বা সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

২৮। স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুতকরণ।- (১) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তফসিল ২৩ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক জেলা প্রশাসকের নিকট দাগভিত্তিক স্বত্ব-স্বার্থের দাবী বা বিবরণী দাখিল করিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদনের জন্য তাহাকে একটি আবেদন নম্বর প্রদান করিয়া জমা রসিদ প্রদান করিতে হইবে।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা একটি দাগের সকল আবেদন একত্রে বিবেচনায় লইয়া আবেদনকারীগণের দাগভিত্তিক স্বত্ব-স্বার্থের দাবী, স্বার্থের প্রকৃতি এবং দাবিসমূহের বিবরণ/কাগজপত্র, যৌথ তদন্ত তালিকার তথ্য, দখল, ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া সরকারি স্বার্থ না থাকিলে সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত রেকর্ড হইতে মালিকানার সঠিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তফসিল ২০ তে বর্ণিত ছক মোতাবেক দাগভিত্তিক সমন্বিত স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে একটি দাগের সকল মালিকের প্রাপ্যতার হালনাগাদ তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত থাকিবে।

(৩) উপবিধি (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনে উক্ত দাগের সকল আবেদনকারীকে যথাসম্ভব অভিন্ন তারিখে শুনানি করিবেন এবং তফসিল ২৪ মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তবে অধিকতর শুনানি বা তদন্তের প্রয়োজন হইলে উহা লাগাতার ও যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করিতে হইবে এবং জমা রসিদের পিছনে পরবর্তী শুনানির তারিখ (কোনো কাগজপত্র আনিতে হইলে তাহা উল্লেখসহ) লিপিবদ্ধ করিয়া ভূমি অধিগ্রহণ কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ রসিদটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিবার ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) দুর্গম এলাকার ক্ষেত্রে বা জনসাধারণের সুবিধার্থে শুনানি স্থানীয় পর্যায়ে বা অনলাইনে করা যাইবে।

(৫) কাগজপত্র পর্যালোচনাকলে মূল অথবা ক্ষেত্রমত অবিকল নকলের সাথে দাখিলকৃত ফটোকপিসমূহ পরতাল করিয়া মূল কাগজপত্রের সাথে মিল পাওয়া গেলে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করিয়া ফটোকপি গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) সরকারি সংস্থা ও সরকারি মালিকানাধীন ভূমির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ হইতে কোনো আবেদন দাখিল না হইলেও যাচাই করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার নামে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৭) সরকারি স্বার্থযুক্ত কোনো ভূমিতে ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবী থাকিলে অথবা ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবীকৃত কোনো ভূমিতে সিএস, এসএ, আরএস বা হাল রেকর্ড পর্যালোচনায় সরকারি স্বার্থ বিদ্যমান থাকিলে উভয়পক্ষের শুনানি অন্তে-

ক) ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন পরিগণিত হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার নামে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে; অথবা

খ) ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবীর স্বপক্ষে মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণাদি (আদালতের রায়, বন্দোবস্তী সংক্রান্ত দলিল বা অন্য কোন প্রমাণক) এতদসংক্রান্ত বলবত নির্দেশনা মোতাবেক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এলএ শাখাকে অবহিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে অনুরোধ করিতে হইবে।

(৮) উপবিধি (৭) (খ)এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ রেকর্ড মোতাবেক স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, কিন্তু রোয়েদাদ প্রস্তুত বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করা যাইবে না বরং স্থগিত রাখিতে হইবে এবং সেই পরিমাণ ভূমির জন্য মিস কেস রুজু করিয়া শুনানি করিতে হইবে, যাহার বিস্তারিত তথ্য মন্তব্য কলামে উল্লেখ করিতে হইবে; অত:পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ব্যক্তি-নামে রেকর্ড সংশোধন বা নামজারি প্রদান করা হইলে মিস কেসের আদেশের মাধ্যমে রোয়েদাদভুক্তকরণ বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে।

(৯) প্রচলিত বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানকৃত সরকারি স্বার্থযুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে বন্দোবস্ত প্রাপকগণ যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন।

২৯। অধিগ্রহণকৃত ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ।-(১) ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য পারিপার্শ্বিক এলাকা (vicinity) হিসাবে প্রস্তাবিত ভূমির সীমানা হইতে সকল দিকে ৫০০ মিটার দূরবর্তী এলাকা চিহ্নিত করিয়া সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত ভূমির ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলের তথ্য তফসিল-২৫ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। আইনের ধারা ৯ (১) (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত তফসিলভুক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় দলিল বিবেচনা করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে একই শ্রেণিভুক্ত ভূমির বাজার মূল্য না পাওয়া গেলে সমশ্রেণির ভূমির বিবরণী [(তফসিল ২৬) (পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো প্রকার সংশোধন হইলে উহার আলোকে] মোতাবেক ভূমির বাজারমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কমপক্ষে ৩ (তিন) টি দলিল পাওয়া না গেলে তফসিল-২৭ মোতাবেক প্রত্যয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ১২ (বারো) মাসের প্রস্তাবিত ভূমির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত ভূমির ক্রয়-বিক্রয় দলিল পাওয়া না গেলে প্রস্তাবিত ভূমির নিকটতম মৌজার সমশ্রেণির ভূমির ক্রয়-বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে (তফসিল-২৮)।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন মূল্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যের দলিলের তথ্য বিবেচনা করা যাইবে না। এ উদ্দেশ্যে, অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ও উহার পারিপার্শ্বিক এলাকার সমশ্রেণীর মূল্য হার নির্ধারণের জন্য বিবেচনাযোগ্য দলিলের গড় মূল্যের ১.৫ গুণের বেশি অথবা রেজিস্ট্রি অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা রেটের দুইগুণের বেশি মূল্যে সম্পাদিত দলিলকে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের দলিল হিসেবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৫) উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(৬) অধিগৃহীত জমির সমশ্রেণির দলিলসমূহের মধ্য হইতে মূল্যাঙ্ক বিবেচনাক্রমে (ক্রয়-বিক্রয়কৃত সমুদয় ভূমির মোট মূল্যকে ভূমির মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া) গড় মূল্য বা বাজার মূল্য তৈরি করিয়া একর প্রতি মূল্যহার নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের উপর সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে ২০০% এবং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ৩০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩০। ভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা মূল্য নির্ধারণ।- (১) ভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ যৌথ তদন্তকালে সংগৃহিত মূল্যাবধারনের (assessment) ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে যৌথ তদন্ত সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবস এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ক) **ঘরবাড়ি/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ:** ৪(৩)(খ) ধারামতে যৌথ তদন্তে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গণপূর্ত বিভাগ ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো বা স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ করিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) **পুকুরের মূল্য নির্ধারণ:** পুকুর সংলগ্ন বা নিকটবর্তী নাল ভূমির মূল্যহারের ভিত্তিতে পুকুরের ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংলগ্ন বা নিকটবর্তী কোনো নাল ভূমি না থাকিলে পুকুর সংলগ্ন বা আশেপাশের ভিটি শ্রেণির ভূমির মূল্যহারের ২/৩ ভাগ হারে পুকুরের ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, পুকুরের পাড়কে 'চালা' শ্রেণির ভূমি হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং পুকুরের ভূমির মূল্যের সহিত গণপূর্ত বিভাগ হইতে পুকুরের খনন মূল্য সংগ্রহ করিয়া যোগ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তভাবে নির্ধারিত মোট মূল্যের উপর মাছের ক্ষতি এবং পুকুর হইতে সংশ্লিষ্ট মালিকের উপার্জনের ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত ৫% মূল্য যোগ করিয়া পুকুরের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(গ) **গাছপালার মূল্য নির্ধারণ:** বন বিভাগ যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মূল্য নির্ধারণ করিয়া প্রেরণ করিবে।

(ঘ) **দণ্ডায়মান ফসলের মূল্য নির্ধারণ**: কৃষি বিভাগ যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করিয়া প্রেরণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যুগপৎ জেলা বাজার কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ফসলের মূল্যহার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, বর্গাদার কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের জন্য আলাদাভাবে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ তৈরি করিতে হইবে।

(ঙ) **ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ:** প্রতিষ্ঠানটি আয়কর প্রদান করিলে বার্ষিক আয়ের ১/৪ অংশ প্রদেয় হইবে এবং প্রতিষ্ঠানটি আয়কর প্রদান না করিলে জেলা প্রশাসক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে ইহার পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরে আয়কর ধার্যের সর্বনিম্ন ধাপের ১/৪ অংশের বেশী হইবেনা।

(চ) **ঘরবাড়ি স্থানান্তর ব্যয় নির্ধারণ:** কোনো ক্ষতিগ্রস্ত মালিক তাহার আবাসস্থল বা ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তর করিতে চাহিলে উহা স্থানান্তরের যুক্তিসংগত ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণ গণপূর্ত বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে স্থানান্তর ব্যতীত ঘরবাড়ি বাবদ অন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বা প্রদান করা যাইবে না।

(ছ) **মেশিনারিজ সংক্রান্ত:** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো মেশিনারিজ সামগ্রী বিদ্যমান থাকিলে এবং উক্ত মেশিনারিজ অপসারণযোগ্য না হইলে বা দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য না হইলে (বিবেচনার ক্ষেত্রে কলকারখানা পরিদপ্তরের প্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা যাইতে পারে) উক্ত মেশিনারিজ আমদানি সনের প্রমাণপত্রের মূল্যের ক্রয়ের সময় হইতে পরবর্তী ৯ (নয়) বৎসর পর্যন্ত প্রতিবৎসর শতকরা ১০% করিয়া আয়ুষ্কাল বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি প্রমানপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে এবং মেশিনারিজের বয়স ১০ (দশ) বা ১০ (দশ) বৎসরের ঊর্ধ্বে হইলে শুধুমাত্র মেশিনারিজ অপসারণ বাবদ অর্থ প্রাপ্য হইবেন, উহার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন না।

(২) অত্র বিধিতে বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকল্পে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বা কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ এবং উহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরন কল্পে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে একাধিক বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিয়া প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে এবং কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে এবং উহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের উপর ১০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩১। প্রাক্কলন প্রস্তুতি, প্রেরণ ও অর্থ জমাকরণ।- (১) ধারা ৭(১) এর অধীন নোটিশ জারির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসক ভূমির ক্ষতিপূরণ মূল্যহার এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণযোগ্য বিষয়ের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং উক্ত অনুমোদিত মূল্যহারের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন।

(২) প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের সহিত নিম্নবর্ণিত হারে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করিয়া মোট প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত অর্থের উপর ৩% হারে এবং তদূর্ধ্ব হইলে ২% হারে; এবং

(খ) বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যে কোনো অঙ্কের প্রাক্কলিত অর্থের উপর ১০% হারে।

(৩) জেলা প্রশাসক তফসিল ২৯ এ বর্ণিত ছকে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদন করিবেন এবং প্রাক্কলন অনুমোদনের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট উহা প্রেরণ করিবেন।

(৪) প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ ক্রসড চেক, চালান অথবা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসক বরাবরে ন্যস্ত করিতে হইবে।

(৫) প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের জন্য তফসিল ৩০ এ বর্ণিত টাকা বিভাজন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং চেক প্রাপ্তির পর চেকের তথ্য তফসিল ৩১ এ লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(৬) আনুষঙ্গিক ব্যয় সংরক্ষণ, উহা হইতে ব্যয় নির্বাহের খাত, শর্ত ও পদ্ধতি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হইবে।

৩২। রোয়েদাদ প্রস্তুত।- (১) ধারা ৭ এর অধীন, দাগভিত্তিক সমন্বিত স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী এবং ধারা ৮(১) এর অধীন অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে তফসিল ৩২ এর ছক মোতাবেক স্থায়ী কালিতে মুদ্রণ করিয়া রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) অনুমোদিত রোয়েদাদ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনলাইন সিস্টেমে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং নাগরিকগণ রোয়েদাদের কপি ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা প্রস্তুত ও অনুমোদনের পর সাধারণভাবে কোনো নূতন আবেদন বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না,

তবে কোনো ব্যক্তি রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য আবেদন করিলে উহা যাচাই করিয়া তাহার দাবীর স্বপক্ষে প্রাথমিক ভিত্তি (Prima facie) আছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিস কেস রুজু করিবেন।

(৪) উপবিধি (৩) এর অধীন যাচাইকালে, আইন ও অত্র বিধির বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যতীত দায়সারাভাবে রেকর্ডীয় মালিকের বা অন্য কারও নামে রোয়েদাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কারণ দর্শাইতে হইবে এবং তাহার গাফলতি প্রমাণিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করা যাইবে।

(৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিয়া ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যিকভাবে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মিসকেস নিষ্পত্তি করিবেন ও চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, রোয়েদাদে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে মিস কেসের শুনানি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) রোয়েদাদে কোনো সংশোধন করা হইলে উক্ত রোয়েদাদের সংশ্লিষ্টদের অনুকূলে পুনরায় ধারা ৮ এর অধীন সংশোধিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া ভূমি হস্তান্তর করা যাইবে ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত দলিল মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে প্রকৃত হস্তান্তর বা আবশ্যকতা ব্যতীত অনুরূপ দলিল সম্পাদনের অনুমতি সাধারণত প্রদান করা যাইবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানরত কোন বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক আমমোক্তার দলিল মূলে (তফসিল ৩৩) আমমোক্তারগ্রহীতা এ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, দেশের ভিতরে অবস্থানরত কোন নাগরিক আমমোক্তার দলিল মূলে এ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের অর্থ অপর কোন ব্যক্তিকে প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন না। তবে, চলাচলে অক্ষম, শয্যাশায়ী এরূপ বিশেষ কোন শারীরিক অক্ষমতাজনিত পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসক তদন্তক্রমে যৌক্তিকতা নির্ধারণপূর্বক আমমোক্তার দলিল (তফসিল ৩৩) সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসকের প্রদানকৃত অনুমতি অনুযায়ী সম্পাদিত আম-মোক্তারনামা দলিলের ভিত্তিতে আম-মোক্তারগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে।

(৯) রোয়েদাদ অনুমোদনের পর ক্ষতিপূরণ পরিশোধের তথ্য ব্যতীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের আদেশ ব্যতিরেকে উহাতে কোনোরূপ পরিবর্তন, সংশোধন বা কোনো তথ্য সংযোজন-বিয়োজন করা যাইবে না বা কোনো নোট বা লেখা যাইবে না এবং গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং অনুরূপ অনিয়মে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) রোয়েদাদ অনুমোদনের পর কোনো করণিক ভুল পরিলক্ষিত হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এর অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা উহা সংশোধন করিবেন ও স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করিবেন এবং সংশোধনের কারণ উল্লেখপূর্বক নোট লিপিবদ্ধ করিবেন।

(১১) ক্ষতিপূরণ পরিশোধ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হালনাগাদ করিবেন এবং উহাতে সিলসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৩৩। আইনের ৮ ধারা নোটিশ জারি।— (১) রোয়েদাদ অনুমোদনের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে, প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে, ধারা ৮ এর অধীন তফসিল ৩৪ তে বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে রোয়েদাদভুক্ত ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) নোটিশের সাথে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদনের নমুনা ও বিস্তারিত নিয়মাবলি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩৪। ক্ষতিপূরণ প্রদান।— (১) প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন। জেলা প্রশাসক এল,এ কেস ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ বিতরণের তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (তফসিল ৩৫) প্রতিমাসে বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) রোয়েদাদভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তফসিল -৩৬ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক আবেদন ও কাগজপত্র পাওয়া গেলে, পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে তাহার পরিচয় নিশ্চিত হইয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বা প্রচলিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র গ্রহণ করিতে হইবে, যথা: -

(ক) ব্যাংক হিসাব থাকার প্রমাণক (চেক বহির কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি/ব্যাংক একাউন্ট থাকার প্রত্যয়ন);

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি (চেক গ্রহণের সময় মূল আইডি কার্ড প্রদর্শন করিতে হইবে, প্রবাসি বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি প্রদর্শন করিতে হইবে);

(গ) ২ (দুই) কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(৪) স্থানীয় মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, পৌরসভার কাউন্সিলর বা গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রাপককে সনাক্ত করিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ তাঁহার নামীয় ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক তফসিল -৩৭ এ বর্ণিত রেজিস্টারে দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ প্রদানের তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক অর্থ কাহাকেও প্রদান করা হইলে বা সঠিক মালিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হইলে বা ভুলভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হইলে অর্থ গ্রহণকারীকে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (০৬) এ বর্ণিত নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ প্রদান না করিলে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়ের করিবে এবং উক্ত অর্থ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৮) ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা কর্তৃক তফসিল-৫৯ এ সংযুক্ত মোতাবেক অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে ।

(১০) অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিকানা বিষয়ে ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে দায়েরকৃত কোনো দেওয়ানি মামলার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে জটিলতার উদ্ভব হইলে মিস কেস রুজু করিয়া উহা রোয়েদাদে উল্লেখ করিয়া উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবভুক্ত জমা হিসাবখাতে (Deposit account of the public Account of the Republic) গচ্ছিত রাখিতে হইবে এবং মামলা নিষ্পত্তির (তফসিল-৩৮) পর এইরূপ জমাকৃত অর্থ উপযুক্ত মালিকদের প্রদান করিতে হইবে ও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(১১) ভূমির মালিকের স্থলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নামে চেক গ্রহণ করিতে হইলে বিধি ৩২(৮) এর বিধান সাপেক্ষে তফসিল -৩৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

(১২) তফসিল -৩৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক কেস ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে লেজার রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(১৩) যেই সকল অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে সে সকল অবকাঠামো প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিতে হইবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় প্রত্যাশী সংস্থা বহন করিবে।

(১৪) জেলা প্রশাসক অনলাইন বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের নিজস্ব সফটওয়ার প্রস্তুত ও উহার ব্যবহার করিতে পারিবে;

তবে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সিস্টেম পরিচালিত হইলে সেই সিস্টেম বা সফটওয়ার ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের সিস্টেম ব্যবহার করিয়া অর্থ প্রদান করা যাইবে।

৩৫। আপত্তি সহকারে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও আরবিট্রেশন।— (১) কোনো ক্ষতিগ্রস্ত মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে তাহাকে তাহার আপত্তি সহকারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে এবং আপত্তি ব্যতীত ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী কোনো মালিক ধারা ৩০ এর বিধান অনুসারে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপ আপত্তি তফসিল -৪০ এ বর্ণিত ছকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং এওয়ার্ড বহির মন্তব্য কলামেও নোট রাখিতে হইবে;

(৩) রোয়েদাদে উল্লিখিত মালিক কর্তৃক রোয়োদাদে উল্লিখিত অর্থের বিষয়ে আপত্তি থাকিলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি গ্রহণপূর্বক ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা রেজিস্টারে (তফসিল -৪০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক) আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) আবেদনকারীকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আরবিট্রেশন আদালতে মামলা করার পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) অনলাইনে ভূমি অধিগ্রহণে ব্যবহৃত সিস্টেমের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত আপত্তি দাখিল করা যাইবে;

(ঘ) আইনে বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর এই সংক্রান্ত কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না;

(ঙ) আরবিট্রেশন আদালতে মামলার পর আপত্তিকারী রোয়েদাদে উল্লিখিত দাবির অর্থ গ্রহণ করিতে চাইলে উক্ত অর্থ মালিকানা যাচাই সাপেক্ষে প্রদান করিতে হইবে;

(চ) অর্থ প্রদানের সময় অবশ্যই মামলার তথ্যাদি রেজিস্টারে ও রোয়েদাদে লিপিবদ্ধ করিয়া আপত্তিকারীকে রোয়েদাদে উল্লিখিত অর্থ প্রদান করিতে হইবে এবং আরবিট্রেশন আদালতের মামলার কারণে মূল মালিককে অর্থ প্রদানে কোনো বাঁধা থাকিবে না;

(ছ) আরবিট্রেশন আদালত বা আরবিট্রেশন আপিল আদালতের আদেশ মোতাবেক প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব)-এর অনুমোদন গ্রহণ করিয়া আপত্তিকারী বা উপযুক্ত মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

৩৬। ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, সিমেট্রি ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয়।- (১) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক তাহাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান এবং সিমেট্রি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে তবে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক উহা স্থানান্তর বা নূতন করিয়া স্থাপনের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অবকাঠামোর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে না।

(২) পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহৃত ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান এবং সিমেট্রি বা অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপনার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে সম্মত হন, সেইক্ষেত্রে অবকাঠামো ও ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক স্থানান্তর বা নূতনভাবে অবকাঠামো স্থাপন করা হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা একটি রেজিস্ট্রি দলিল বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে অনুরূপ ভূমি বা স্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবর হস্তান্তর করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত দলিল বা চুক্তিপত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব) প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব সমঝোতার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বা নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এই বিধিতে বর্ণিত বিধান বাস্তবায়নকল্পে বা কোনো সমস্যা সমাধান বা বিরোধ নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দখল গ্রহণ, গেজেট প্রকাশনা ও কেস বাতিলকরণ, ইত্যাদি

৩৭। দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর।- (১) ধারা ১১ এর অধীন ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হইলে বা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে উহার মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং জেলা প্রশাসক ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবেন এবং তফসিল -৪১ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন।

(২) দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তফসিল -৪১ এ বর্ণিত দখল হস্তান্তর কপিই প্রমাণক হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) প্রত্যাশী সংস্থা বেসরকারি হইলে দখল হস্তান্তরের পর পরই তফসিল -৪২ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfer) সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে;

(গ) দখল হস্তান্তর বা দলিল হস্তান্তরের (Deed of Transfer) পূর্বে ট্রেসিং ক্লথে (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত) অধিগৃহণকৃত সম্পত্তির পাঁচটি স্বর্গ চূড়ান্ত নকশা (Map) প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ঘ) জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, কানুনগো, সার্ভেয়ার এবং প্রত্যাশী সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি চূড়ান্ত নকশায় স্বাক্ষর প্রদান করিবেন;

(ঙ) দখল হস্তান্তর বা দলিল হস্তান্তরের (Deed of Transfer) সময় চূড়ান্ত নকশা এবং কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে অনুমোদিত নকশা (Map) ও স্বাক্ষরিত দাগসূচির দুইটি কপি প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর হস্তান্তর করিতে হইবে; এবং

(চ) দখল হস্তান্তরের কপি, অনুমোদিত নকশা (Map) ও স্বাক্ষরিত দাগসূচির অবশিষ্ট কপির একটি কপি রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করিতে হইবে, একটি কপি সংশ্লিষ্ট নথির সহিত যুক্ত থাকিবে এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৮। গেজেট প্রকাশনা।- (১) দখল হস্তান্তরের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৪৩ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন একটি ঘোষণা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) গেজেট প্রকাশনার জন্য প্রেরিত প্রতিটি পত্রের তথ্য তফসিল-৪৪ এ বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) গেজেট প্রকাশনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ বিতরণের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং গেজেট প্রকাশনার কাজে প্রত্যাশী সংস্থাকেও সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩৯। **রেকর্ড হালনাগাদকরণ :-** (১) বিধি-৩৭ মোতাবেক গেজেট প্রাপ্তির পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক গেজেটের কপি প্রত্যাশী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ করিয়া গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে নামজারী করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আবেদন দাখিল বা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত গেজেট প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত বাস্তব শ্রেণি উল্লেখ করিয়া নামজারি ও জমাভাগ সম্পন্ন করিবেন ।

(৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপ-বিধি (২) এর ভিত্তিতে সৃষ্ট খতিয়ানের কপি ভূমি উন্নয়ন করের দাবির হিসাবসহ জেলা প্রশাসক, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা রেকর্ডরুমের রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর, প্রত্যাশী সংস্থা এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৪) জেলা রেকর্ডরুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডরুমে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিবেন এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া হালনাগাদ করিবেন।

(৫) রেকর্ড হালনাগাদকরণের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিজে এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় প্রেরণ করিবেন।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ শাখা উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নামজারির আদেশের কপি প্রাপ্তির পর উক্ত আদেশের একটি কপি প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রদান করিবেন, একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ মামলার নথিতে সংরক্ষণ করিবেন এবং এলএ কেস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে অবহিত করিবেন।

৪০। প্রাক্কলিত অর্থ জমাদানে ব্যর্থতায় কেস বাতিল।- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক পত্র দিবেন এবং উক্ত পত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান না করিলে অধিগ্রহণ কেস বাতিল হইবে মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেস ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক তৎমর্মে তফসিল-৪৫ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কেস বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

৪১। অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ।- (১) সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, জেলা প্রশাসক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময়ে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল বা যে কোনো কার্যক্রম ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী তফসিল -৪৬ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক গেজেট প্রকাশনার মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তৎপূর্বে প্রত্যাশী সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংশোধিত হইবার কারণে বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো অধিগ্রহণ কেসভুক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, সেই ক্ষেত্রেও সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উক্ত অংশের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে বা ধারা ৮ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো সম্পত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৩) প্রকল্পের এলাইনমেন্ট সংশোধন বা অন্য কোনো কারণে কোনো অধিগ্রহণ কেসভুক্ত কোনো সম্পত্তি যদি অধিগ্রহণ কেস হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থা দাগসূচি ও নকশা সংশোধন করাইয়া লইবেন এবং সংশোধিত দাগসূচি ও নকশায় স্বাক্ষর করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এরূপ কোনো সম্পত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) জেলা প্রশাসকের স্বীয় বিবেচনায়, কোনো অধিগ্রহণ কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং অধিগ্রহণ কেস রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াকরণে যুক্তিসঙ্গত প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ বা অর্থ নির্ধারণক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুনঃগ্রহণ

৪২। **পুন:গ্রহণ কেস রুজু।**- (১) ধারা ১৯ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অধিগ্রহণকৃত ভূমি অব্যবহৃত থাকিলে বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় তদন্ত অন্তে সন্তুষ্ট হইলে পুন:গ্রহণ কেস রুজু করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে পুন:গ্রহণ প্রস্তাব পাওয়া গেলে উহা তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তফসিল -৪৭ অনুযায়ী পুন:গ্রহণ রেজিস্টারে পুন:গ্রহণ মামলার নম্বর প্রদান করিয়া কেস নথি সৃজন করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক কেস নথি সৃজনের পর উক্ত ভূমি কেন পুন:গ্রহণ করে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত করা হইবে না এই মর্মে সংস্থাকে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া তফসিল-৪৮ অনুযায়ী কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান পূর্বক নোটিশ প্রদান করিবেন;

তবে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পাওয়া না গেলে এবং সময়ের আবেদন করিলে অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করিতে হইবে।

(৪) সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় আইনের ধারা ১৯ এর বিধান ব্যত্যয় হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংস্থার আশু প্রয়োজন না থাকিলে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার কোনো জবাব পাওয়া না গেলে জেলা প্রশাসক পুন:গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে প্রত্যাশী সংস্থা পুন:গ্রহণে আপত্তি জানাইলে জেলা প্রশাসক বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া তাহার সুপারিশসহ নথি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৫) সরকার পুন:গ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৬) কোন সংস্থা তার অনুকূলে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিবর্তে নতুন ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব করিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রদত্ত অঙ্গীকার পত্রের ভিত্তিতে নতুন অধিগ্রহণ কেসের দখল হস্তান্তরের সাথে জেলা প্রশাসক পুরাতন জমি ও ভবন পুন:গ্রহণ করিয়া খাস খতিয়ানভুক্ত করিবেন এবং তজ্জন্য কোনো কারণ দর্শানোর প্রয়োজন হইবে না।

(৭) পুন:গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে জেলা প্রশাসক তফসিল-৪৯ অনুযায়ী পুন:গ্রহণ সম্পর্কিত ঘোষণা গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ও রেকর্ড সংশোধন করে খাস খতিয়ানভুক্ত করিবার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৮) পুনঃগ্রহণ বা রিজিউমকৃত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের মূলনথি রেকর্ডরুম হইতে সংগ্রহ করিয়া উক্ত নথিতেও রিজিউম বা পুনঃগ্রহণ মামলার আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত নথিতে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং নথিতে সংযুক্ত নকশা সংশোধন করিয়া জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে পুনঃগ্রহণ বা রিজিউম সংক্রান্ত ঘোষণা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রাপ্তির পর নামজারি মামলা সৃজন করিয়া পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে রেকর্ড সংশোধন করিয়া রেকর্ড হালনাগাদ করিবেন।

(১১) সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেকর্ড হালনাগাদ করণের পর একটি কপি জেলা প্রশাসকের অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ এবং ভূমি উন্নয়ন করের পরিবর্তিত হার নির্ধারণ করিয়া সংশোধিত নামজারি খতিয়ানের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবর প্রেরণ করিবে।

(১২) অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূমি পূর্বের মালিকের নিকট কোনোভাবেই ফেরত প্রদান করা যাইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

ভূমি হুকুম দখল কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলি

৪৩। **ভূমি হুকুম দখলের প্রস্তাব প্রেরণ।**- (১) হুকুমদখলের প্রস্তাব দাখিলের জন্য তফসিল ৫০ এ উল্লিখিত কাগজপত্রসহ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বা জেলা প্রশাসক বরাবর নির্ধারিত ফরমে তফসিল ৫১ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক সকল তথ্যাদি পূরণপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন হুকুমদখলের কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো প্রস্তাবে সরকারের পূর্বানুমোদন পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তাব দাখিলের সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র তফসিল ৫০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক দাখিল করিতে হইবে

(৫) দেশে বিশেষ জরুরি (প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারিজনিত) বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই প্রত্যাশী সংস্থার যাচিত মতে উল্লিখিত কাগজপত্র গ্রহণ ব্যতিরেকেই হুকুমদখল কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয়াদির নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

৪৪। স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ জারি ইত্যাদি।— (১) বিধি ৪৩ মোতাবেক প্রস্তাব প্রাপ্তি পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তাব অনুমোদন প্রাপ্তির পর তফসিল ৫৪ এ বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া জেলা প্রশাসক তফসিল ৫৫ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রস্তাবিত সম্পত্তির হুকুমদখল আদেশ জারি করিবেন এবং এইরূপ আদেশে দখল গ্রহণের তারিখ এবং হুকুমদখলের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকিবে।:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি প্রয়োজনে পূর্বানুমোদন গ্রহণে বিলম্ব বা পূর্বানুমোদন গ্রহণের সুযোগ না থাকে বা এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যেখানে পূর্বানুমোদন গ্রহণের পরিস্থিতি নাই সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারি করিতে পারিবেন:

আরো শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে জারির একটি কপি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাব প্রাপ্তির পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(২) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে প্রস্তাবিত ভূমির ভিডিও চিত্র ধারণ করিতে হইবে এবং ভিডিও চিত্র ধারণের সময় তফসিল ৫২ এ বর্ণিত ছকে প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত নোটিশ জারির পূর্বে অনুমোদনের জন্য তাহা নথিতে উপস্থাপন করিতে হইব

(৪) নোটিশ ভূমির মালিক বা ভূমিসহ স্থাপনার মালিক বা লিজ বা ভাড়া বা অন্যকোনভাবে ব্যবহারকারী থাকিলে সকলের বরাবরে সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে, তাহার পরিবারের কোন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিনিধির নিকট বা ডাকযোগে বা মোবাইল মেসেজ বা ইমেইলযোগে বা বা ভূমি বা স্থাপনা থাকিলে উহাতে টাঙ্গাইয়া বা সাঁটিয়া বা উল্লিখিত সকল বা সম্ভাব্য একাধিক পদ্ধতিতে আদেশ জারি করিবেন।

(৫) নোটিশ প্রাপ্ত বা অন্যভাবে অবহিত যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি থাকিলে লিখিত আকারে জেলা প্রশাসকের বরাবরে আপত্তি দায়ের করিতে পারিবেন এবং দায়েরকৃত আপত্তির বিষয়ে আপত্তি প্রদানকারীকে শুনিবেন এবং আদেশ চূড়ান্ত করিবেন বা সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বা বাতিল করিবেন, তবে সরকারের অনুমোদনের পরে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে এইরূপ আবেদন বিবেচনায় লইবেন না। আপত্তি গ্রহণ ও শুনানির ক্ষেত্রে তফসিল-১৯ এ উল্লিখিত রেজিস্টারের অনুরূপ রেজিস্টার ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) আদেশ সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বা বাতিল করা হইলে প্রত্যাশী সংস্থাকে অবহিত করিতে হইবে এবং প্রস্তাব বাতিল করা হইলে প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনে নতুন প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবে।

৪৫। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ/অর্পন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত**।- (১) বিধি ৪৪ মোতাবেক কোনো আদেশ জারির পর যোগাযোগ বা পরিবহন বা স্বাস্থ্য বা দুর্যোগ বিষয়ক কোনো জরুরি প্রয়োজনে আদেশ জারির পর যে কোনো সময় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর জেলা প্রশাসক প্রস্তাবিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থাকে তফসিল ৫৬ এ বুঝাইয়া দিবেন।

(২) বিধি ২৯ ও ৩০ এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) প্রস্তাবিত সম্পত্তি হুকুমদখলকালীন ঐ সম্পত্তির ইজারাযোগ্য ভূমির ইজারার অর্থের সমপরিমাণ অর্থ এবং ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির সম্ভাব্য উৎপাদনযোগ্য ফসলের সমপরিমাণ অর্থ আবর্তকভাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সম্পত্তি খালি করা বাবদ খরচ, পুনঃদখল বাবদ খরচ, ক্ষয়-ক্ষতির খরচ, সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় প্রত্যর্পন খরচ, প্রাক্কলন এবং প্রথম বৎসরের আবর্তক আয় অগ্রিম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং দ্বিতীয় বৎসরে কেবল অবকাঠামোর ইজারা মূল্য এবং ভূমির ইজারা মূল্য আবর্তক হিসাবে পুনঃপ্রাক্কলন করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে দ্বিতীয় বৎসরে পুনরায় প্রাক্কলিত অর্থ আদায় করিতে হইবে এবং মালিককে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হুকুম দখলকৃত ভূমির উপরিস্থিত অবকাঠামো বা স্থাপনার বা গাছপালা যদি প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে অপসারণের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে উক্ত অবকাঠামো, স্থাপনা বা গাছপালার মূল্য বিধি ২৯ ও ৩০ এ বর্ণিত বিধান অনুসরণ করিয়া নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে মালিককে উহা প্রদান করিতে হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, অবকাঠামো বা স্থাপনা বা গাছপালার ইজারা মূল্য দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৫) প্রাক্কলন প্রস্তুতিতে তফসিল ৫৭ এ বর্ণিত ছকের নমুনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) যদি হুকুমদখলের সময় হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির অবকাঠামো বা স্থাপনা, গাছপালা, পুকুর, ব্যবসা বা অন্য কোনো বিষয়ের স্থায়ীভাবে অপসারণের সকল অর্থ প্রদান করা হয় তবে উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সময় বর্ণিত বিষয়াদি পূর্বাবস্থায় বা পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন হইবে না বা পূর্বাবস্থায় ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

৪৬।**রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ**।- (১) প্রাক্কলনের পর প্রত্যাশী সংস্থা হইতে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অংশীদারদের শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুসারে তফসিল ৫৮ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং রোয়েদাদ বহির প্রতি পাতার কপিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) এর স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

৪৭।**ক্ষতিপূরণ প্রদান**।- (১) ধারা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুতের পর ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য মালিককে তফসিল ৫৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণকালে মালিকানা বা অংশীদারিত্ব নিয়া কোনো বিরোধ দেখা দিলে ক্ষতিপূরণের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) মালিকানা সংশ্লিষ্ট আপত্তি নোটিশ জারির পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি না থাকিলে বা আদালতে কোনো মামলা না থাকিলে বা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পর বা রোয়েদাদের নোটিশ জারির পর কোনো আপত্তি বা মামলা হইলে উহা বিবেচনা করা যাইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অর্থে সন্তুষ্ট না হইলে তিনি আপত্তি জানাইতে পারিবেন অথবা আপত্তি সহকারে উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন আপত্তি না জানাইয়া কোনো ব্যক্তি ধারা ৩০ মতে আরবিট্রেটর বরাবরে দরখাস্ত করিবার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

৪৮। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির ধার্যকৃত অর্থ আদায়**।- (১) জেলা প্রশাসক ধারা ২৪ এর অধীন ধার্যকৃত অর্থ নির্ধারিত নিয়মে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিবেন।

(২) প্রাক্কলন প্রস্তুতের পর হুকুমদখলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা প্রাক্কলন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে বিলম্ব হইলে বা অর্থ প্রদানে প্রত্যাশী সংস্থার সময় প্রয়োজন হইলে প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক দুই দফায় সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরো শর্ত থাকে যে, সময় বৃদ্ধির বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রত্যাশী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

৪৯। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ**।- (১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি হুকুমদখলকালীন সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসক দায়ী থাকিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সম্পত্তি মেরামতের প্রয়োজন হইলে মালিককে মেরামতের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৩) মালিক মেরামতে ব্যর্থ হইলে জেলা প্রশাসক প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অনূর্ধ্ব এক ষষ্ঠাংশ অর্থ ব্যয় করিয়া উহার সংস্কার করিবেন এবং উক্তরূপ অর্থ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) যদি সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অতিরিক্ত সময় জমি হুকুমদখলের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে বিধি ৪৫ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী পুনরায় প্রাক্কলন তৈরি করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে এবং মালিককে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিতরণ করিতে হইবে।

৫০। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ।**- (১) জেলা প্রশাসক ধারা ২৭ এর বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাশী সংস্থাকে তারিখ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দখল প্রত্যর্পণ করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং নোটিশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা দখল হস্তান্তর না করিলে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীণ নিম্নবর্ণিত কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে, যথা:-

(ক) জনস্বার্থে জেলা প্রশাসক যৌক্তিক প্রয়োজন মনে করিলে কারণ উল্লেখপূর্বক;

(খ) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিলে;

(গ) হুকুমদখলের নির্ধারিত সময়ের পর বে-আইনিভাবে দখলে থাকিলে;

(ঘ) ধারা ২৬ এর অধীন মালিককে দখল প্রত্যর্পণের প্রয়োজন হইলে;

(ঙ) প্রত্যাশী সংস্থা পাওনা প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(চ) হুকুমদখলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইলে।

৫১। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি।**- (১) তফসিল ৬০ অনুযায়ী হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি হুকুমদখল হইতে মুক্ত করিবার সময় যাহার নিকট হইতে দখল গ্রহণ করা হয়েছিল তাহাকে বা তাহার বৈধ ওয়ারিশের নিকট বা আদালতে অন্য কোনো দাবিদার প্রমাণিত হইলে তাহার বরাবরে দখল প্রত্যার্পণ করিয়া হুকুমদখলমুক্তকরণ নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তফসিল ৬০ অনুযায়ী হুকুমদখলমুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া জেলা প্রশাসক দায়মুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে দখলমুক্ত আদেশ জারিপূর্বক যাহার নিকট হইতে দখল গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার বরাবরে বা আদালতের কোনো নির্দেশনা থাকিলে সেই মোতাবেক দখল হস্তান্তর করিবেন বা আদালতের আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদানের পর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি দখল গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে অথবা অস্বীকার করে, তাহা হইলে নোটিশ জারির তারিখ ও সময় হইতে সম্পত্তিদখলমুক্ত ও সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল ৫৪ অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের জন্য দখলমুক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি বা প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি বরাবরে দখল প্রত্যর্পিত হইবে তাহাকে পাওয়া না গেলে বা তাহার বৈধ ওয়ারিশ না পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক রোয়েদাদে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করিবেন এবং প্রকাশ্য স্থানে দখলমুক্ত করা হইয়াছে মর্মে নোটিশ লটকাইয়া জারি করিবেন এবং দখলমুক্তকরণের গেজেট প্রকাশনা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, গেজেট প্রকাশের উল্লিখিত তারিখ ও সময় হইতে সম্পত্তির কোনো প্রকার দাবির বিষয়ে জেলা প্রশাসক দায়ি থাকিবেন না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পর হুকুমদখলকৃত উক্ত সম্পত্তির কোনো মালিক বা আইনত বৈধ কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে হুকুমদখলকৃত উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসক দখলমুক্ত গেজেট প্রকাশনার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অবহিত হইবার পর ভূমি মন্ত্রণালয় উক্তরূপ অবহিত হইবার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৬) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি দখল গ্রহণের পর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক ২ (দুই) বৎসরের বেশি হুকুমদখলের আওতায় রাখা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল হুকুম দখলে রাখা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বসম্মতি নিয়ে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক বরাবর সময় বৃদ্ধির আবেদন করিবে এবং এই ভাবে প্রতি বৎসর সময়বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৭) হুকুমদখলের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসরের অধিককাল হইলে ভবনে স্থাপিত অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির মূল্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া নির্ধারিত মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

৫২। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।**- হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির মালিক ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বরাবরে প্রত্যর্পণ অথবা প্রত্যর্পণ নোটিশ জারির তারিখ ও তফসিল ৬০ অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যর্পণের বা মুক্তকরণের ঘোষণা দিয়া হুকুমদখল কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে এবং হুকুমদখল মামলা নিষ্পত্তি করিয়া তফসিল ৫৪ অনুযায়ী প্রতিটি কলামে যথাযথ তথ্য, সময় সময়, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

৫৩। **হুকুমদখলের মামলার নথি রেকর্ডরুমে প্রেরণ।**- হুকুমদখল কার্যক্রম সমাপ্তির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে রেকর্ড ম্যানুয়ালের বিধান অনুসারে হুকুম দখলের মামলার নথি দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৪। **ধারা ২৭ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।**- (১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দখলমুক্তকরণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা অন্য কোনো ভাবে জ্ঞাত হইবার পর জেলা প্রশাসক তদন্ত সাপেক্ষে ধারা ২৭ এর অধীন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং বিধি ৪১ এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫৫। **আবর্তক প্রাক্কলন প্রস্তুত, আদায় ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান।**- (১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তিতে বৎসরে যে আয় হইতে পারে হুকুমদখলকালীন সময়ে প্রতি বৎসরের শেষে উক্ত আয় হিসাব করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে যাহা আবর্তক পরিশোধ হইবে।

উদাহারণ: কোনো ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে অথবা উক্তরূপ সম্পত্তি ভাড়া বা ইজারা দিয়া বৎসর বৎসর যে আয় হইতে পারে সেই আয়ের পরিমাণই আবর্তক আয়।

(২) প্রাক্কলন প্রস্তুতের সময় পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের আয় অগ্রিম হিসাবে বিবেচনায় নিয়া অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

(৩) বৎসরের আবর্তক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

অষ্টম

আরবিট্রেশন

৫৬। আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন।- (১) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করেন নাই বা আপত্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি রোয়েদাদের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক আরবিট্রেশন মামলার জন্য তফসিল-৬১ অনুযায়ী একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) আরবিট্রেশন মামলায় প্রত্যাশী সংস্থা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৫) আরবিট্রেশন মামলার ব্যয় নির্ধারণ করিয়া সরকার সময় সময় পরিপত্র জারি করিবে এবং প্রত্যাশী সংস্থা পরিপত্র অনুযায়ী আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করিবে।

৫৭। আরবিট্রেটরের ক্ষমতা।- (১) আরবিট্রেটর ধারা ৩৩ এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত রোয়েদাদে বর্ণিত ক্ষতিপূরণের ১০% এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

(২) আরবিট্রেটর আদালত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের আদেশ প্রদানের পর জেলা প্রশাসক আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫৮। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল।- (১) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ (প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% এর বেশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৪) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদনসমূহ বিবেচনাকালে সরকার পক্ষ হইতে যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, উহা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৫) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ থাকিলে জেলা প্রশাসক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে সম্পূরক প্রাক্কলন প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য নোটিশ বা পত্র প্রদান করিবেন।

(৬) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত পত্র বা নোটিশ প্রাপ্তির পর ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা উক্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে জমা প্রদান করিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(৮) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশের পর উপ-বিধি (৬) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা উহা প্রদান না করিলে উহার দায়দায়িত্ব প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে বহন করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৫৯। ক্ষমতার্পণ।- (১) জেলা প্রশাসক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা বা এখতিয়ারের অংশ বিশেষ জনস্বার্থে তাহার অধীনস্থ কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বা অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে জনস্বার্থে কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনারকে অনুরূপ কোনো ক্ষমতা সমগ্র জেলায় বা জেলার কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োগের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৬০। এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং প্রস্তাব সংশোধন।- (১) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে কোনো বিশেষ কারণে এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং প্রস্তাব সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে এবং উক্ত পরিবর্তন / সংশোধন প্রস্তাবিত জমির মোট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে ক্ষেত্রমতে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক ধারা ৬ অনুযায়ী অধিগ্রহণ প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে যে কোনো সময় উহা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ অথবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) ও ধারা ৬ অনুযায়ী অধিগ্রহণ চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে কোনো বিশেষ কারণবশতঃ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হইবার ফলে প্রস্তাব সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে বা পূর্বানুমোদিত সম্পত্তির বহির্ভূত কোনো নূতন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত নূতন সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি অথবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

(৫) অপরিহার্য কোনে কারণে যদি প্রাক্কলন বা রোয়েদাদ সংশোধন করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রেরন করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তদন্ত ও যাচাই করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৬১। পূর্বের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ভূমি নূতন কোনো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে করণীয়।- (১) পূর্বের কোনো অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ভূমি সম্পূর্ণ বা উহার অংশ বিশেষ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে এবং উক্ত ভূমি বা উহার অংশবিশেষ আবশ্যিকভাবে ভিন্ন কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হইলে, পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দখল গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণ কেসটি বিধি ৪১ এর বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিল করিয়া প্রয়োজনে ভূমি নূতন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত করিয়া অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) পূর্বের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল হস্তান্তর করিয়া গেজেট প্রকাশনার জন্য পত্র প্রেরণের পর সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত মতে রিজিউম বা পুনঃগ্রহণ করিয়া পুনরায় অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) রিজিউম বা পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তি অধিগ্রহণে সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অধিগ্রহন বা হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিধি ২৯, ৩০, ৩২ ও ৩৬ এর বিধান অনুসরণে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) বিধি ৩১ এর উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর বিধান অনুসারে প্রাক্কলিত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্তির পর বিধি ৩৭ এর বিধান অনুসরণ করিয়া দখল হস্তান্তর এবং বিধি ৩৮ ও ৩৯ অনুসারে কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) রিজিউম বা পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তি পুনরায় অন্য কোনো সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হইলে অধিগ্রহণে প্রাক্কলিত মূল্য প্রাপ্তির পর মূল অধিগ্রহণ মামলায় প্রাক্কলিত মূল্যের (আনুষঙ্গিক মূল্য বাদে) সমপরিমাণ অর্থ পূর্বের প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে চেকের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকার নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) পূর্বের অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল প্রক্রিয়াধীন (অগেজেটকৃত) কোন সম্পত্তি নতুন কোন অধিগ্রহণ কেসে প্রয়োজন হইলে পুবর্তন কেসের সংশ্লিষ্ট ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যাহার করিয়া উহা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকদের নতুন কেসের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। পূর্বের কেসে ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন অর্থ বিতরণ করা হইয়া থাকিলে, নতুন কেসে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয় করিয়া নতুন কেসের হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এভাবে পূর্বের কেসে ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাগণের নিকট বিতরণকৃত ক্ষতিপূরণ নতুন কেসে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন কেস হতে কর্তনের মাধ্যমে, পুবর্তন প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য জমাকৃত ক্ষতিপূরণ (কন্টিজেন্সির অর্থ ব্যতীত) উক্ত সংস্থাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৬২। অধিগ্রহণকৃত অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমর্পণ।- (১) অধিগ্রহণকৃত কোনো সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহন করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

(২) অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহারভিত্তিক বিবরণ প্রতি বৎসর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার হালনাগাদ তালিকা তৈরি করিতে হইবে।

(৩) অব্যবহৃত সম্পত্তিতে কেবল ফলদ ও ঔষধি গাছ লাগানো যাইবে বা পানি সংরক্ষণাগারে পরিচ্ছন্ন ব্যবহার উপযোগী পুকুর হিসাবে সংরক্ষণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৯ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন হইলে বা কোনো প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি যে প্রয়োজনে গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রয়োজনে ব্যবহার না করিলে বা অন্য কোনোভাবে ইজারা প্রদান করা হইলে বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বে অবহেলার জন্য অবৈধ দখল হইয়া গেলে সেই সকল ভূমি জেলা প্রশাসক বিধি ৪২ এর বিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুত উক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) জেলা প্রশাসক এইরূপ সমর্পিত সম্পত্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাসে আনয়ন করিয়া গেজেট প্রকাশ করিবেন এবং অধিগ্রহণ মামলার সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন।

(৫) পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তির হিসাব বিবরণী প্রতি বৎসর ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করিতে হইবে।

৬৩। হিসাব সমন্বয়।- (১) অধিগ্রহণ কেইসসমূহে পদ্ধতিগত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর হিসাব সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) আনুষঙ্গিক অর্থের জন্য তফসিল- ৬২ অনুযায়ী একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের শেষে ৩১ জুলাই এর মধ্যে প্রত্যেক অধিগ্রহণ কেসের ক্ষতিপূরণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের হিসাব সমন্বয় তফসিল- ৬৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রস্তুত করিয়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৪। রেকর্ড কনসাইনমেন্ট।- জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহিত হিসাব সমন্বয়ের পর ১৯৪৩ সনের বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়েল এর বিধান অনুসরণক্রমে বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া অধিগ্রহণ কেস রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৫। সম্পত্তি অধিগ্রহণ, হুকুম দখল এবং রিজিউমকৃত মামলার হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণ।— (১) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে পূর্ববর্তী বৎসরের বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে সম্পত্তি

অধিগ্রহণ, হুকুমদখল এবং রিজিউমকৃত মামলার হিসাব বিবরণী (বৎসর ভিত্তিক) তফসিল ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতি মাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চলমান কেসসমূহের প্রতিবেদন যথাক্রমে জেলা প্রশাসক বরাবর উপস্থাপন করিবেন, জেলা প্রশাসক উক্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক উক্ত প্রতিবেদন বিশেষ করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান চলমান কেসসমূহ মাসিক বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলন/ জেলা রাজস্ব সম্মেলনে পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সভায় আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পন্ন না হওয়ার কারণসমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

৬৬। **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার**।- (১) ভূমি মন্ত্রণালয় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে ।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সিস্টেমটিতে অন্যান্য সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে (নোটিশ প্রদানসহ সকল যোগাযোগ এবং সকল কার্যক্রম) তথ্য প্রযুক্তি, উপযুক্ত সফটওয়ার ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার করা যাইবে এবং এই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করিবে।

(৪) এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটালাইজড পদ্ধতি চালু করা যাইবে এবং সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণের আদেশ দিতে পারিবে।

(৫) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ফান্ড ট্রান্সফারের বিধান অনুসরণপূর্বক ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ফান্ড ট্রান্সফার করা যাইবে এবং জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে উহার একটি লেজার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য/তথ্যাদি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল তথ্য কোনরূপ ফি প্রদান ব্যতীত দেখার সুযোগ থাকিবে। প্রিন্ট করিতে চাহিলে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অরোপিত নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৭) সাধারণ নাগরিক যাহাতে ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপযুক্ত সংস্থার হেল্প ডেস্ক হইতে অনলাইনে আবেদন করিতে পারেন সেই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) নোটিশ জারিসহ যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৬৭। **পরিদর্শন**।- জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার, বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) প্রতি বৎসরে কমপক্ষে ১ (এক) বার পরিদর্শন করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় যে কোনো সময় যে কোনো ভূমি অধিগ্রহণ শাখা পরিদর্শন করিতে পারিবে ।

৬৮। **অসুবিধা দূরীকরণ**।- এই বিধিমালা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে ইহার কোনো বিধানের ব্যাখ্যা অথবা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হইলে ভূমি মন্ত্রণালয় আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৬৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।— অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল বিধি, নির্দেশনা, পরিপত্র ও অফিস আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ প্রণয়নের পূর্বে যে সকল এলএ কেসে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এর আওতায় ৩ ধারার নোটিশ জারি হইয়াছে সেই সকল এলএ কেস উক্ত অধ্যাদেশ এবং উহার আওতায় পূর্বে জারিকৃত নির্দেশনাবলী ও পরিপত্র মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে ;

আরও শর্ত থাকে যে, ১৯৪৮ সনের জরুরি সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের আওতায় সৃজিত কেসসমূহ উক্ত আইন ও তদসংশ্লিষ্ট বিধি, নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১
[বিধি ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

(অধিগ্রহণের সময় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক পেশ করতে হইবে)

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংযুক্তির প্রমাণপত্রের বিবরণ
১	২	৩
১	প্রত্যাশী সংস্থা অথবা ব্যক্তির নাম	
২	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের নাম	
৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	
৪	প্রকল্পের ন্যূনতম ভূমির পরিমাণ	
৫	জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ আছে কিনা	
৬	প্রস্তাবিত ভূমির প্রকৃতির বিবরণ আছে কিনা (তফসিল-৩এ বর্ণিত ছকে)	
৭	অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অথবা পতিত জমি অধিগ্রহণের সুযোগ আছে কিনা	
৮	প্রস্তাবিত ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা	
৯	প্রস্তাবিত ভূমিতে প্রকল্পের কাজে স্থাপনা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্য সময়কাল	
১০	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪(১৩) অনুযায়ী কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান বা সিমেট্রি অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকিলে আইন ও বিধি অনুযায়ী উহা স্থানান্তর বা পুনঃনির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে কিনা	
১১	অধিগ্রহণে বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং বিস্তারিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে কিনা	
১২	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি- ৩ ও বিধি- ৪ এ উল্লিখিত সকল কাগজপত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে কিনা	

প্রকল্প পরিচালক/প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষ-
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-২
[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণ ও প্রকৃতি (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক পূরণকৃত)

প্রত্যাশী সংস্থার নাম : ....

প্রকল্পের নাম: ....

জেলা:.................................., উপজেলা/থানা:..........................., মৌজা:..........................

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	ভূমিরর রেকর্ডীয় শ্রেণি	ভূমির বাস্তব শ্রেণি	ভূমির উপরিস্থিত অবকাঠামো অথবা স্থাপনার বিবরণ	ফসল,গাছপালা,বাগান, পুকুর এবং ব্যবসা ইত্যাদি আছে কিনা থাকিলে বিবরণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	৬	৭	৮

প্রকল্প পরিচালক/প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষ-
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৩
বিধি ৩(১)(ছ), ৩(২) (১০) (ক) (খ) (গ) দ্রষ্টব্য

প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন

প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:

(ক) প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে;

(খ) নতুন অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, বহুতল ভবন নির্মান, লে-আউট প্লান হতে পরিহারযোগ্য স্থাপনা/ভূমির ব্যবহার পরিহারকরণ, জমির পরিমাণ হ্রাসকরণ সম্ভব কিনা, ইত্যাদি যাচাই করিয়া অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা ও প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ নূন্যতম হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করিতে হইবে;

(গ) প্রশাসনিক অনুমোদন-পত্রে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, উপজেলা, থানা বা এলাকার উল্লেখ থাকিবে; সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মৌজা বা দাগ নম্বরের উল্লেখ থাকিবে না;

(ঘ) বিধি ৩(২) ১০(ক), (খ), ও (গ) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৪

[বিধি ৩(১)(ঝ), ৩(১)(ন) ও তফসিল ৫০ দ্রষ্টব্য]

অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা/অঙ্গীকার পত্র

প্রত্যাশী সংস্থার অঙ্গীকার নামার নমুনা অফিসিয়াল প্যাডে হইতে হইবে

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের ....প্রতিষ্ঠানের ....প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন ঐ সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ অথবা হুকুম দখল কার্যক্রম আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে:

তফসিল

জেলা:......................., উপজেলা:................., মৌজা:...................., জে,এল নম্বর:..................

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
....	....	....	....	....

২। উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্দ্বারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,আমরা উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) ও এ আইনের অধীন প্রণীত বিধির প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালন করিব এবং ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করিব।

৩। আইনের নির্ধারিত সময় প্রাক্কলিত অর্থ প্রদান করিব এবং প্রাক্কলিত অর্থের বিষয়ে আরবিট্রেশন আদালত বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের আলোকে ধার্যকৃত প্রাক্কলিত অতিরিক্ত অর্থ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিব।

৪। যে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিগ্রহণ অথবা হুকুম দখল করা হইবে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে রিজিউম/পুনঃগ্রহণ বা দখলমুক্ত করা হইলে আমার বা আমার সংস্থার কোনো আপত্তি থাকিবে না এবং আমি/আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদ্সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল শর্তাবলি মানিয়া চলিব।

৫। এই অঙ্গীকারনামা ....সনের ....তারিখে সম্পাদন করা হইল।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব

নাম:
পদবি:
সিল:

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/
দপ্তর প্রধান
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৫
বিধি ৩(১)(ট) দ্রষ্টব্য

পুনর্বাসন পরিকল্পনা (যদি থাকে)

প্রকল্প পরিচালক/প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষ-
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৬

বিধি ৩(১)(দ) দ্রষ্টব্য

ইতোপূর্বে অধিগ্রহণকৃত, বন্দোবস্তকৃত বা অন্য কোনোভাবে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণকৃত, বন্দোবস্তকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন জমির ব্যবহার বিবরণী

অধিগ্রহণকৃত/ বন্দোবস্তকৃত কেস নম্বর/ (অন্যান্য নম্বার)	জমির পরিমাণ	গৃহীত প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ	অব্যবহৃত/গৃহীত প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বহির্ভূত ব্যবহৃত জমির পরিমাণ	মন্তব্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তফসিল-৭

বিধি ৩(১)(দ) দ্রষ্টব্য

অধিগ্রহণকৃত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে অঙ্গীকার পত্র;

<u>প্রত্যাশী সংস্থার অঙ্গীকার নামার নমুনা অফিসিয়াল প্যাডে হইতে হইবে</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের ....প্রতিষ্ঠানের ....প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন ঐ সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ অথবা হুকুম দখল কার্যক্রম আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে:

তফসিল

জেলা:......................., উপজেলা:.................., মৌজা:....................., জে,এল নম্বর:..................

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
....	....	....	....	....

২। উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্দ্বারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) ও এ আইনের অধীন প্রণীত বিধির প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালন করিব।

৪। যে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উল্লিখিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা হুকুম দখল করা হইবে সে উদ্দেশ্যেই উহা ব্যবহার করা হইবে অন্যথায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) ও এ সংক্রান্ত বিধির আলোকে উক্ত সম্পত্তি রিজিউম/পুনঃগ্রহণ বা দখলমুক্ত করা হইলে কোনো আপত্তি থাকিবে না।

৫। এই অঙ্গীকারনামা ....সনের ....তারিখে সম্পাদন করা হইল।

সিনিয়র সচিব/সচিব/ সংস্থা প্রধান

নাম:
পদবি:
সংস্থার নাম
সিল:

তফসিল-৮
[বিধি ৩(১)(প) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

প্রকল্পের নাম: --

প্রত্যাশী সংস্থার নাম: --

জেলা: --------------------------, উপজেলা/থানা: -----------------------, মৌজা: ------------------------

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	ভূমির রেকর্ডিয় শ্রেণি	দাগে মোট ভূমি	অধিগ্রহণে প্রস্তাবিত ভূমি	জমির মালিকানার বিবরণ					মন্তব্য
					সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	নামজারি অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ ও নামজারি মামলা নম্বর	দলিল মূলে মালিক কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয় নাই এমন মালিকের নাম	রেকর্ডীয় অথবা নামজারিকৃত মৃত মালিকের উত্তরাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি	সার্ভেয়ার ভূমি অধিগ্রহণ শাখা	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
পদবী:	পদবী:	পদবী:	পদবী:	পদবী:	পদবী:
সিল:	সিল:	সিল:	সিল:	সিল:	সিল:

তফসিল-৯

[ধারা ১৭(১) এবং বিধি ৩(২)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার চুক্তির নমুনা

চুক্তিনামা (নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প)

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা প্রশাসক, --------

নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের ....প্রতিষ্ঠানের ....প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন ঐ সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের কার্যক্রম আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;

তফসিল

জেলা:......................,উপজেলা:.........................., মৌজা:..................., জে,এল.নম্বর:.............................

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
....	....	....	....	....

২। উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্বারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,আমরা উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) ও এর অধীন প্রণীত বিধির প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালন করিব এবং ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আইনে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করিব।

৩। প্রাক্কলিত অর্থের বিষয়ে আরবিট্রেশন আদালত বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের আলোকে ধার্যকৃত প্রাক্কলিত অতিরিক্ত অর্থ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিব এবং আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদসংক্রান্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি মানিয়া চলিব।

৪। এই অঙ্গীকার ....সনের ....তারিখে সম্পাদন করা হইল।

সাক্ষী

(বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষেত্রে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সকল সদস্য)

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
স্বাক্ষর: নাম: পদবি: ঠিকানা: NIDনম্বর:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি: ঠিকানা: NID নম্বর:

চুক্তিপত্রের উল্লিখিত সকল শর্ত জানিয়া বুঝিয়া স্বজ্ঞানে সাক্ষীদের সম্মুখে স্বাক্ষর করিলাম। স্বাক্ষীর প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যাশী সংস্থার সিলসহ স্বাক্ষর করা হইয়াছে এবং উল্লিখিত দিন ও তারিখে সরকার কর্তৃক মোহরযুক্ত স্বাক্ষর করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর	দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী নাম: পদবি: সংস্থার নাম: সিল: (বোর্ড অব ডিরেক্টর কর্তৃক ক্ষমতা প্রদানের কার্যবিবরণী ও আদেশের কপিসহ)	স্বাক্ষর জেলা প্রশাসক ....।

তফসিল-১০
[বিধি ৫(২)(৩) ও ৫(২)(৪) দ্রষ্টব্য]
সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ছক

ক্রম.	বিবরণ	জবাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিল করা আবশ্যক সেগুলি যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে কিনা;		
২.	প্রকল্পটির জনপ্রয়োজন এবং জনস্বার্থ সম্পৃক্ততা ও অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা;		
৩.	নতুন অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা;		
৪.	ভূমির পরিমাণ নূনাতম কিনা;		
৫.	আবশ্যকীয় নয় এমন কিছু লে-আউট প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা এবং বহুতল ভবন নির্মাণ বা লে-আউট প্লান হতে অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা বাদ দিয়ে বা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে/ভূমির অপব্যবহার পরিহার করে জমির পরিমাণ হ্রাস করা যায় কিনা;		
৬.	ক্ষয়-ক্ষতি কম হইবে এমন বিকল্প জায়গায় প্রকল্পটি স্থানান্তর করা সম্ভব কিনা অথবা সম্ভাব্য অধিক ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর জন্য জমির পরিমাণ কমানো/প্রস্তাব সংশোধন করার প্রয়োজন আছে কিনা ও তার সম্ভাবনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্য স্থান পর্যালোচনা করতে হবে।);		
৭.	আশে-পাশে বা প্রত্যাশী সংস্থার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে এমন অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জমি অধিগ্রহণ করে সরকারি অর্থ সাশ্রয় করা যায় কিনা;		
৮.	দুই বা তিন ফসলি কৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত থাকলে উক্ত জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কিনা এবং অপরিহার্য হইলে যৌক্তিকতা;		
৯.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাধা বা গণরোষ সৃষ্টির আশঙ্কা আছে কিনা;		
১০.	প্রস্তাবিত ভূমি বা অংশবিশেষ পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত এলএ কেসের নম্বর, ভূমির পরিমাণ ও অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য, ভূমির বর্তমান অবস্থা ও ব্যবহার এবং অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত;		
১১.	প্রস্তাবিত ভূমি ১ নং খাস, অর্পিত, পরিত্যক্ত বা অন্য কোনোভাবে সরকারি স্বার্থযুক্ত কিনা কিংবা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্তকৃত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ;		
১২.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহার বিবরণ, উহার অধিগ্রহণ অপরিহার্য কিনা ও পুর্নবাসনের /প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি;		
১৩.	ব্যক্তি/বেসরকারি উদ্যোগের কোনো অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও প্রস্তাবটি জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে কিনা তাহার বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিকতা (প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা ও ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ে ব্যর্থতার বিষয় যাচাই করিতে হইবে।);		
১৪.	শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সরকার নির্ধারিত শিল্প এলাকায় কারখানাটি গড়িয়া তোলা সম্ভব কিনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে;		
১৫.	প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি;		
১৬.	সুপারিশ/মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);		
১৭.	টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিলে তাহার যৌক্তিকতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);		

প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধির	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব)
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
পদবি:	পদবি:	পদবি:	পদবি:
সিল:	সিল:	সিল:	সিল:

তফসিল-১১

[বিধি ৮(২)(চ) দ্রষ্টব্য]

সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির আন্ত:বিভাগীয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা ফরম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

..................জেলা

www. --------------.gov.bd

স্মারক নম্বর:.. তারিখ : ....

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি..................নম্বর এল,এ কেস মূলে ....(প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম)'র অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ছিল;

যেহেতু, উল্লিখিত সম্পত্তি ....(নতুন সংস্থার নাম) সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ....(মন্ত্রণালয়/বিভাগের) আপত্তি নেই মর্মে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্তরূপ হস্তান্তর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমদিত হইয়াছে,

সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি ৮(২)(চ) অনুযায়ী..................নম্বর এল,এ কেস মূলে তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি ....(প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম) এর হস্তান্তর করা হইল।

তফসিল

জেলা:......................., উপজেলা:........................, মৌজা: ...., জে,এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
....	....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : ....(কথায়...........টি), মোট দাগের সংখ্যা :...........(কথায়.............টি),
অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ :...................... (কথায় :.........................) একর

জেলা প্রশাসক-

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
জেলা:

তফসিল-১২

[ধারা- ৪(১২), বিধি ১১(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
..................জেলা।
www...............gov.bd

জারি নম্বর :.........................   তারিখ:.........................

গণ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নলিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে,

সেহেতু, এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর উপ ধারা ১২ এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি-১১ এর বিধান মোতাবেক উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) জমির ক্রয়-বিক্রয় ও জমিতে যেকোনো প্রকার অবকাঠামো তৈরির বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইল।

এতদসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ স্বত্বেও জরুরি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে।

তফসিল

জেলা:......................., উপজেলা:................., মৌজা:....................., জে,এল নম্বর:.................

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
....	....	....	....	....

জেলা প্রশাসক/
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:
পরিচিতি নম্বর:

তফসিল-১৩

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারাধীন এলাকা

নিম্নবর্ণিত এলাকা কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির পূর্বানুমতি ব্যতীত জমি অধিগ্রহণের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না:

ক্রমিক নং	এলাকার বিবরণ	উপজেলার নাম	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	সিটি কর্পোরেশন এলাকা	সকল	
২	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন এলাকা	সকল	
৩	জেলা সদরের পৌর এলাকা	সকল	
৪	ঢাকা জেলা	সাভার, ধামরাই, কেরাণীগঞ্জ উপজেলা	সমগ্র উপজেলা
৫	নারায়নগঞ্জ জেলা	সদর, বন্দর, সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ উপজেলা	সমগ্র উপজেলা
৬	গাজীপুর জেলা	সদর, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর উপজেলা	সমগ্র উপজেলা
৭	নরসিংদী জেলা	সদর, পলাশ উপজেলা	সমগ্র উপজেলা
৮	টাংগাইল জেলা	মির্জাপুর উপজেলা	সমগ্র উপজেলা

নোট: সরকার সময়ে সময়ে এই এলাকার সম্প্রসারণ, সংকোচন, সংশোধন করিতে পারিবে।

তফসিল-১৪

(বিধি ১৫ (৮) দ্রষ্টব্য)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ ও স্মারক নম্বর	এল,এ কেস নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	মৌজার নাম ও প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদিত জমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৪ ধারার অধিন নোটিশ প্রকাশনার তারিখ	নির্ধারিত সময় সীমায় আপত্তি থাকিলে গৃহীত ব্যবস্থা	বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণের তারিখ	জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার/সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ	৭ ধারার অধিন নোটিশ প্রকাশনার তারিখ	৮ ধারার অধিন নোটিশ প্রকাশনার তারিখ	প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ও অনুমোদনের তারিখ	রোয়েদাদ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণের তারিখ
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	রোয়েদাদ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণের ১২০ কার্যদিবস হওয়ার তারিখ	ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের জন্য নোটিশ জারির তারিখ	ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার তারিখ	দখল হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ ও পৃষ্ঠা নম্বর	হিসাব সহকারে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ট্রেজারিতে প্রেরণের তারিখ	হিসাব সমন্বয়ের স্মারক নম্বর ও তারিখ	নামজারির তারিখ	রেকর্ড রুমে কনসাইনমেন্টের তারিখ
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫

তফসিল-১৫

[বিধি ১৭(১) ও ১৭ (২) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণ কার্যক্রমের প্রসেস ম্যাপ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ধারা	সংশ্লিষ্ট বিধি	নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়	তফসিল
১	জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ				
২	প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাব পেশ				
৩	অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড হালকরণ				
৪	সম্ভাব্যতা যাচাই				
৫	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা কেন্দ্রিয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ				
৬	অধিগ্রণ কেস রুজুকরণ				
৭	অধিগ্রহণ সম্পৃক্ত ভূমির সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ (৪ ধারার নোটিশ জারির পূর্বে)				
৮	ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ প্রদান				
৯	অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি পেশ				
১০	যৌথ তদন্তের ফিল্ডবহি প্রস্তুত (০৪ ধারার নোটিশ জারীর পর)				
১১	আপত্তি না থাকিলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ				
১২	আপত্তি থাকিলে এবং ১৬.৫ বিঘা উর্ধ্বের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ				
১৩	৭ ধারার নোটিশ প্রকাশনা				
১৪	স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুতকরণ				
১৫	মূল্যহার সংগ্রহ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত/অনুমোদন				
১৬	প্রাক্কলিত অর্থের চেক প্রেরণের প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ ও অর্থ আদায়				
১৭	রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ				
১৮	প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পর ৮(৩) ধারার নোটিশ প্রকাশনা (অনুচ্ছেদ- ২৬)				
১৯	ক্ষতিপূরণ বিতরণ শুরুকরণ এবং সরকারি কর্তৃক দখল গ্রহণ				
২০	প্রত্যাশী সংস্থার নিকট দখল হস্তান্তর				
২১	হস্তান্তর দলিল সম্পাদন				
২২	গেজেট প্রকাশনার জন্য প্রেরণ				
২৩	রেকর্ড হালনাগাদকরণ				
২৪	আরবিট্রেশন মামলা ও নিষ্পত্তিকরণ				
২৫	হিসাব সমন্বয়				
২৬	রেকর্ড কনসাইনমেন্ট				

তফসিল-১৬

[ধারা ৪(৩)(খ) এবং বিধি ১৮(২), ১৮(৪) ও ২৩ (১) দ্রষ্টব্য]

সরেজমিনে যৌথ তদন্তের ফিল্ডবহি (জমি, অবকাঠামো ও গাছপালার বিবরণ)

এলএ মামলা নম্বর:---

প্রকল্পের নাম :--

জেলা : ------------------- উপজেলা : ---------------------- মৌজা :-------------- জে.এল. নম্বর : ------------

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	সর্বশেষ মালিক/দখলদারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও NID নম্বর	স্বার্থের প্রকৃতি (মালিক/ বর্গাদার)	জমির রেকর্ডিয় শ্রেণি	জমির বর্তমান শ্রেণি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
....	......	....	....	....	....	....	....	....

ঘর বাড়ি/অবকাঠামো /স্থাপনার বিবরণ ও নির্মাণের সাল	ফসল/ পুকুর থাকিলে উহার বিবরণ	ব্যবসার বিবরণ			গাছপালার বিবরণ					মন্তব্য
		ব্যবসায়ীর নাম	ব্যবসার ধরণ	মেশিনারিজের বর্ণনা	গাছের নাম	বড়	মাঝারি	ছোট	গাছের অনুমানিক বয়স	
(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	২০
....	....	....	....	....	....	.....	....	.....	....	....

প্রত্যয়ন: ১. সরেজমিন যৌথ তদন্তে আমরা সকলেই উপস্থিত থাকিয়া যৌথ তদন্ত পরিচালনা করিয়াছি।

২. যৌথ তদন্তে উপরিউক্ত তথ্য সঠিক পাইয়া লিপিবদ্ধক্রমে স্বাক্ষর করিলাম।

ইচ্ছুক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ	প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি	সার্ভেয়ার	কানুনগো	অতিরিক্ত ভূমি অধি:কর্মকর্তা	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:	নাম: পদবি: সিল:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল: পরিচিতি নম্বর:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল:

নোট : ক. প্রতিটি দাগের জন্য আলাদা পাতা হইতে হইবে (প্রতি পাতায় উপরিউক্ত প্রত্যয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর হইতে হইবে)।

খ. স্বার্থের প্রকৃত বলিতে ভূমির মালিক, দখলকার, বর্গাদার, লিজি, স্থাপনার মালিক, ফসলের মালিক ইত্যাদি যেকোনোটি লিখিতে হইবে)।

তফসিল-১৭
[ধারা ৪(১) এবং বিধি ১৯(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
.................জেলা।
www...............gov.bd

জারি নম্বর :........................ তারিখ:........................

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ মোতাবেক
ধারা ৪ এর নোটিশ

প্রাপক: ....
....
....

এলএ মামলা নম্বর:
....

যেহেতু, নিম্নলিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন এবং জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, সেহেতু এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থসংশিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি এই নোটিশ জারির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তির অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক,................. এর নিকট আপত্তি (যদি থাকে) দায়ের করিতে পারিবেন। উক্ত সময়ের পর আর কোনো আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না।

........................তারিখ/ তারিখ হইতে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির সরেজমিন যৌথ তদন্ত হইবে। সরেজমিন যৌথ তদন্তকালে উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইলো।

তফসিল

জেলা:......................, উপজেলা:................, মৌজা:...................., জে,এল নম্বর:................

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
....	....	....	....	....

অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য:

১। উল্লিখিত ভূমির বাস্তব অবস্থা, স্থাপনা বা অবকাঠামো ইত্যাদি ভিডিও/ সরেজমিন তদন্ত বা উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মালিকানা ও দখল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সম্বলিত যৌথ তদন্ত বহি প্রস্তুত করা হইবে। নির্ধারিত সময়ে উক্ত তদন্তকালে নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কাগজপত্র ও দলিলাদিসহ উপস্থিত থাকুন এবং সঠিক তথ্য প্রদান করুন।

২। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত যৌথ তদন্ত তালিকা অধিগ্রহণ এলাকার সুবিধাজনক স্থানে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/রাজস্ব সার্কেল ভূমি অফিসে উন্মুক্ত থাকিবে। উহা দেখিয়া আপনি আপত্তি দিতে পারিবেন। আপনার নামে রেকর্ড হালনাগাদ/নামজারি না হইয়া থাকিলে অবিলম্বে রেকর্ড

হালনাগাদপূর্বক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়া দাখিলা সংগ্রহ করুন। ইহা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির স্বপক্ষে মালিকানা প্রমাণে সহায়ক হইবে।

৩। বিধি বহির্ভূতভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, অবকাঠামো নির্মাণ করিবেন না। এরূপ পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইবে না এবং আপনি উহার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন না।

৪। সকল ক্ষেত্রে নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করুন। ক্ষমতা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করুন।

৫। অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ভূমির বিবরণ, অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরম **www.land.gov.bd** সাইটের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনলাইনেও নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন/ আপত্তি দাখিল করতে পারিবেন। তবে, শুনানিতে উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকিবে।

জেলা প্রশাসক/
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:
পরিচিতি নম্বর:

তফসিল-১৮
(ধারা -১৭(১), বিধি ১৯ (১)দ্রষ্টব্য)
চুক্তিনামা
(ধারা ৪ এর নোটিশ জারির পূর্বে ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক চুক্তিনামা দাখিল)

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত ভূমি মোট -----একর আমার/আমাদের (অথবা প্রতিষ্ঠানের জন্য- যখন যা প্রযোজ্য) একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের কার্যধারা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;

সেহেত, এক্ষেণে উল্লিখিত ভূমি আমি বা আমরা (অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমি বা আমরা- যখন যা প্রযোজ্য) এতদ্বারা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতেছি যে, বিদ্যমান আইন ও এই বিধিমালার এবং সরকারের বলবৎ যে কোন আদেশের শর্তাবলি পালন করিতে বাধ্য থাকিব এবং উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ধার্যকৃত অর্থ প্রদান ও অন্যান্য আইনানুগ দাবি পূরণ করিব।

তফসিল:

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	জমির পরিমাণ (একর)		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামজারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			রেকর্ডী মোতাবেক দাগে জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬

ঠিকানাসহ সাক্ষীদের (উভয় পক্ষের) স্বাক্ষর

১ম পক্ষ

জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল,এ)

স্বাক্ষরসহ সিল

২য় পক্ষ

প্রত্যাশী সংস্থা /ব্যক্তিদের ঠিকানাসহ নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল-১৯

[ধারা ৫(১) এবং বিধি ২০(১) দ্রষ্টব্য]

ধারা ৪(১) এর অধীন আপত্তি ও শুনানি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ/কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও NID নম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তির বিষয়	শুনানির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের তারিখ ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল
					দাগ	খতিয়ান	জমির পরিমাণ			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)		(৮)	৯	১০
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল-২০

[বিধি ২৩ (৩) (ক) দ্রষ্টব্য]

প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

জেলা: উপজেলা: মৌজা: জেএল নম্বর:

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণি	জমির মালিকানার বিবরণ					মন্তব্য
			সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	নামজারি অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও নামজারি মামলা নম্বর	নামজারি সম্পন্ন হয়নি এমন ক্রেতাগণের নাম	রেকর্ডীয়/নামজারীকৃত মৃত মালিকগণের ওয়ারিশগণের নাম ও ঠিকানা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

বিঃদ্রঃ

- ক্রমিক ১-৪ প্রত্যাশী সংস্থা পূরণ করবে এবং এল, এ শাখা যাচাই করবে;
- ক্রমিক ৫-৯ উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পূরণ করবে;
- প্রত্যাশী সংস্থা প্রস্তাবের সাথে ছক পূরণপূর্বক হার্ড ও সফট কপি জমা প্রদান করবে।

তফসিল-২১

(বিধি ২৩ (১০) দ্রষ্টব্য)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং- --------/--------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ অনুসারে ------------------------------------ অনুকূলে তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি/ভূমি ও স্থাপনা) অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই আদেশ জারি হইবার অব্যবহিত পরে তফসিল বর্ণিত ভূমিতে উহার শ্রেণি পরিবর্তন, উহার বৃক্ষরোপন, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে ভূমির কোনরূপ পরিবর্তন করা হইতে বা করিবার চেষ্টা বা একই রূপ কাজে সহায়তা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল। এই আদেশ লঙ্ঘন এই আইন বা তদবিধির অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জেলা প্রশাসক/

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল,এ)

অবগতি ও কার্যার্থে-

১. ----------------------, (প্রত্যাশী সংস্থা), --------------------------------,

২. উপজেলা নির্বাহি অফিসার, ----------------------------------

৩. সহকারি কমিশনার (ভূমি) --------------------------------

৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, --

এল,এ কেস নম্বর ------------

......নম্বর:......................

তফসিল-২২
[ধারা ৭(১) এবং বিধি ২৭(১), (২), (৩) ও (৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
..............জেলা।

www...............gov.bd

জারি নম্বর :.......................... তারিখ:..........................

নোটিশ

প্রাপক: ....
...................................সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

এতদ্দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ৭ ধারা এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালার **বিধি ২৭(১), (২), (৩) ও (৪)** মোতাবেক নোটিশ প্রদান যাইতেছে যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি.......................... .... প্রকল্প এর জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার এবং উহার দখল গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছে;

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামী .... তারিখে.................ঘটিকা হইতে বিকাল ....ঘটিকার মধ্যে ....অফিসে/স্থানে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া;

ক. উক্ত সম্পত্তিতে তাহার বা তাহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্তরূপ স্বার্থের ভিত্তিসহ দাবির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়া রোয়েদাদে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করিবেন;

খ. উক্ত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশের অংশিদার, লিজগ্রহীতা অথবা অন্য কেহ উহাতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হইলে বা উক্ত সম্পত্তি বাবদ তাহারা কেহ কোনো স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি প্রদান করিবেন; এবং

গ. শুনানীকালে প্রদর্শনের জন্য সকল দলিলাদি/কাগজপত্র সঙ্গে আনিবেন।

তফসিল

জেলা:..............., উপজেলা:........................., মৌজা:........................., জে, এল নম্বর: ....

ক্রমিক	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণ সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য

১.নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে সরাসরি আবেদন দাখিল করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ে আবেদন/কাগজপত্র দাখিলে আপনার ব্যর্থতার কারণে আপনার নামে রোয়েদাদ প্রস্তুত না হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না;

২. অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরম **www.land.gov.bd**ও **www.-----------.gov.bd** সাইটের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনলাইনে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষেও আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। তবে, শুনানিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকিবে।

জেলা প্রশাসক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম (পরিচিতি নম্বরসহ):
পদবি:
সিল:

তফসিল- ২৩

[ধারা ৭(৪) ও বিধি- ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

৭ ধারার নোটিশ জারির পর সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির দাবী থাকলে দাবীর স্বপক্ষে আপত্তি দাখিল

ছবি

বরাবর

জেলা প্রশাসক

..................জেলা।

বিষয় : এলএ মামলা নম্বর.................... এর ধারা ৭ এর নোটিশ, জারি নম্বর ...., তারিখ: ....এর প্রেক্ষিতে দাবীকৃত সম্পত্তির বিবরণী দাখিল।

নোটিশে বর্ণিত তফসিল

জেলা: ....উপজেলা: ....মৌজা:.........................

রেকর্ডীয় খতিয়ান নম্বর	নামজারি খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগৃহীত জমির পরিমাণ	হিস্যা অনুযায়ী দাবীকৃত জমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

দাবীকৃত সম্পত্তির তফসিল

জেলা: ....উপজেলা: ....মৌজা:.........................

রেকর্ডীয় খতিয়ান নম্বর	নামজারি খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগৃহীত জমির পরিমাণ	হিস্যা অনুযায়ী দাবীকৃত জমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

দাবী স্বপক্ষে স্বত্ব/স্বার্থের বিবরণী:

....

....

নিবেদক,

স্বাক্ষর

নাম:

পিতার নাম:

মাতার নাম:

ঠিকানা:

NID নম্বর:

মোবাইল নম্বর:

ই-মেইল:

আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ণনা	পৃষ্ঠা নম্বর	দাখিল করা হয়েছে কিনা	
			হ্যাঁ (√)	না (√)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ছায়ালিপি			
২	৪ ধারার নোটিশের ছায়ালিপি			
৩	সিএস/এসএ/আরএস/দিয়ারা/মহানগর জরিপের খতিয়ানের ছায়ালিপি			

৪	নামজারি - জমাখারিজ খতিয়ানের ছায়ালিপি			
৫	অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার ছায়ালিপি			
৬	মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকলের ছায়ালিপি			
৭	মালিকানা প্রমাণক হিসেবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের ছায়ালিপি			
৮	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসেবে দাবির সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার সনদপত্রের ছায়াকপি			
৯	মালিকানা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো কাগজপত্র থাকিলে উহার ছায়ালিপি			

<u>আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা</u>

১. এই মর্মে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত ভূমি অর্থাৎ পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত তফসিলের ভূমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসেবে আমি/আমরা আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ আবেদন দাখিল করিয়াছি।

২. আমার/আমাদের আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় নাই এবং আবেদনের সঙ্গে আমার/আমাদের কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে কোনো জাল দলিলপত্রাদি বা কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয় নাই।

৩. আমাদের কর্তৃক দাখিলীয় দলিলপত্রাদি বা কাগজপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসেবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে থাকি, তাহা হইলে বিধি মোতাবেক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং শুনানি গ্রহণকালে আমি সমুদয় কাগজপত্রের মূলকপি উপস্থাপন করিব।

নিবেদক,

স্বাক্ষর
নাম:
পিতার নাম:
মাতার নাম:
NID:
মোবাইল:
ই-মেইল:

তফসিল- ২৪

[ধারা ৭(২) ও বিধি ২৮(৩), ২৮(৪), ২৮(৫) ও ২৮(৭) দ্রষ্টব্য]

ধারা ৭ এর নোটিশের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের আপত্তি ও শুনানি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল ও NIDনম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তির বিষয়	শুনানির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের তারিখ ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
					দাগ	খতিয়ান	জমির পরিমাণ			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল- ২৫
[ধারা ৯(১)(ক) ও বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]
সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে দলিলের মূল্য তালিকা সংগ্রহের নমুনা ফরম

..............................জেলার ....সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত গত .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ১২(বারো) মাসে (৪ ধারার নোটিশ প্রকাশনার পূর্ববর্তী ১২ মাস) ....মৌজার ....শ্রেণির সাফ-কবলা দলিলের মূল্য তালিকা:

ক্রমিক নং	দলিল রেজিস্ট্রির তারিখ	দলিল নম্বর	জমির শ্রেণি	দলিলে হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ (একর)	হস্তান্তরিত দলিলে জমির মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১	....	....	....	....	....	....
২	....	....	....	....	....	....

(ক) ১২ মাসে রেজিস্ট্রিকৃত প্রাপ্ত দলিলের সংখ্যা .... টি।

(খ) ....টি ....শ্রেণির দলিলে হস্তান্তরিত মোট জমির পরিমাণ........... একর।

(গ) ....টি ....শ্রেণির হস্তান্তরিত দলিলে জমির মোট মূল্য .... টাকা।

....	...........................প্রত্যাশী	....	....
জেলা প্রশাসকের নিয়োজিত প্রতিনিধি স্বাক্ষর: সীল:	সংস্থার নিয়োজিত প্রতিনিধি স্বাক্ষর সীল	প্রত্যাশী সংস্থার নিয়োজিত (প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল)	সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের (স্বাক্ষর ও সীল)

তফসিল - ২৬

[বিধি২৯(১) দ্রষ্টব্য]

সমশ্রেণির ভূমির তালিকা

ক্রমিক নং	বিদ্যমান শ্রেণি	সমশ্রেণি
(১)	বন, জঙ্গল, গজারি বন, সুন্দরবন, এবং সমজাতীয় বন	বন
(২)	পাহাড়, টিলা, পর্বত	পাহাড়
(৩)	নদী, নদ, খাল, ও সিকস্তি	নদী
(৪)	হাওড়, বাওড়, পুকুর, বিল, দিঘী, লেক, মাটীয়াল, নালা, নয়নজুলি, দোবা, ছড়া, ড্রেন, স্বরণা এবং সমজাতীয় জলাভূমি	জলাভূমি
(৫)	হালট, গলি, পাকা রাস্তা, সড়ক, কাচা রাস্তা, রাস্তা, গোপাট, রেলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ, বাঁধ, বেড়ি বাধ, কালভার্ট, স্লুইচ গেট, সেতু, ব্রিজ, আইল্যান্ড, ফুটপথ ও সমজাতীয়	রাস্তা
(৬)	বাস টার্মিনাল,বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ট্র্যাক টার্মিনাল, ফেরি ঘাট, খেয়া ঘাট, ঘাট, হেলিপ্যাড, নৌঘাট, টেম্পু স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, ভয়ান স্ট্যান্ড, যাত্রী চাউনি ও সমজাতীয়।	টার্মিনাল
(৭)	নৌ বন্দর, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রানওয়ে, পোর্ট, স্থল বন্দর ও সমজাতীয়	বন্দর
(৮)	ঝোপখোলা, ভাগাড়, চরভূমি, ঘাসবন, পান বড়জ, বালি চর, বীজতলা, বাঁশ ঝাড়, বাগান, গোচরন ভূমি, পুকুর পাড়, পতিত, লায়েক পতিত, বেড়, নাল, হর্টিকালচার, নার্সারি, ডাঙ্গা, সহরী, বিলান, দলা, ধানী জমি, বেগুন টিলা, মরিচ টিপা, বোরো, টেক, মাঠ, সাটিউরা, আছারউরা, ভিটি, ভিটা, হোগলা বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি।	আবাদি
(৯)	ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউজ, উঠান, বাড়ি, বাড়ি ভিটি, টিলা বাড়ি, গুচ্ছগ্রাম, ডাক বাংলো, শিশু সদন, আঙ্গীনা, বিশ্রামাগার, আশ্রয় কেন্দ্র, কোয়ার্টার, এতিমখানা, বোর্ডিং, রেস্ট হাউজ, পালান বাড়ি, ভিলা, বাহির বাড়ি, গোলাঘর, বৈঠকখানা, বাসভবন, পাতকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, খোলান, পালান, গোয়ালঘর, আবাসন, আশ্রয়ন, বাস্তু, বৃদ্ধাশ্রম, ত্রাণশিবির, পুনর্বাসন কেন্দ্র, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ওয়াশ রুম, ওয়াশ ব্লক, ব্যারাক, কলোনি ও সমজাতীয় আবাসস্থল	আবাসিক
(১০)	কালেক্টরেট, ব্যাংক, পশু হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, জেলা পরিষদ, ডাকঘর, যাদুঘর, ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস, আদালত, লাশকাটাঘর, কোর্ট কাচারি, আদালত ভবন, গবেষণাগার, উপজেলা পরিষদ, থানা, পুলিশ স্টেশন, বেতার কেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র, সংসদ ভবন, প্রেস ক্লাব, ক্লাব, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সেনানিবাস, ফাঁড়ি, নগরভবন, পৌরসভা, চক্ষু হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ লাইন, বিজিবি ক্যাম্প, কাচারি বাড়ি, সামাজিক সেবা কেন্দ্র, পাম্প হাউজ, পাওয়ার হাউজ, শৌচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় অন্যান্য অফিস।	অফিস
(১১)	ছাপাখানা, গ্যাস পাম্প, গ্যাস লাইন, পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ফিল্ড, ডিপো, হিমাগার, ফিলিং স্টেশন, খামার, কসাইখানা, মার্কেট, ইটখোলা, হোটেল, রিসোর্ট, বরফ কল, স'মিল, মোটেল, মিল ঘর, পাথর কোয়ারি, ওয়ার্কশপ, গ্যাস কেন্দ্র, টাওয়ার, গুদাম, গোডাউন, দোকান, চান্দিনা ভিটি, বাজার, তোহা বাজার, বাজার গলি, গোহাট, হাট, হাট খোলা, পাট মহাল, মাছ পট্টি, মাছ বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউল পট্টি, চান্দিনা দোকান, কাটগোলা, ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র,	বানিজ্যিক

তফসিল-২৯
[ধারা ৯ ও বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য]
অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ফরম

জেলা : ...., উপজেলা: ....,

প্রকল্পের নাম: ...., এলএ মামলা নম্বর: ....

মৌজার নাম	জমির শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	একর প্রতি জমির মূল্য	জমির মূল্য		
				অধিগৃহীত জমির মূল্য	৯(২) ধারামতে ২০০% হারে জমির অতিরিক্ত মূল্য	ভূমির মোট মূল্য (৪+৫)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
....	....	....	....	....	....	....

অবকাঠামো ও অন্যান্য মূল্য										মোট প্রাক্কলিত মূল্য (জমি অবকাঠামো ও অন্যান্য মূল্য) (৭+১৭)	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট প্রাক্কলিত মূল্য (১৮+১৯)	মন্তব্য
অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য (খনন মৎস উপার্জনের খরচসহ)	গাছপালার মূল্য	ফসলের মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণের মূল্য	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য যদি থাকে	মোট বাজার মূল্য (৮ থেকে ১৪)	৯(২) ধারামতে বাজার মূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য	অবকাঠামো ও অন্যান্যের মোট মূল্য (১৪+১৫)				
(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

সার্ভেয়ার	কানুনগোর	অতি: ভূমি অধি:কর্মকর্তা	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(এলএ/রা:)	জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
পদবি:	পদবি:	পদবি:	পদবি:	পদবি:	পদবি:
সিল:	সিল:	সিল:	সিল:	সিল:	সিল:

তফসিল-৩০

[বিধি ৩১ (৫) দ্রষ্টব্য]

প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের জন্য তফসিল ৩০ এ বর্ণিত টাকা বিভাজন রেজিস্টারে

প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	জমির মূল্য	অবকাঠামোর মূল্য	গাছপালার মূল্য	পুকুর/ ফসলের মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য	সর্বমোট টাকার পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত চেক নম্বর, ব্যাংকের নাম ও তারিখ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
......	......	......	....	....	......	....	....	......	......	....	....

তফসিল-৩১

[বিধি ৩১ (৫) দ্রষ্টব্য]

চেক প্রাপ্তির তথ্য

প্রত্যাশী সংস্থার নিকট থেকে প্রাক্কলিত টাকা বা চেক প্রাপ্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এল, এ মামলা নম্বর	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর ও তারিখ	ওয়ার্ক ডান ফর পাবলিক বডিস খাতে প্রাপ্ত চেক জমা প্রদানের তারিখ	ট্রেজারি চালান স্ক্রল নম্বর ও তারিখ	জেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার নিকট চালান প্রদানের তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল-৩২
[ধারা ৮(১) ও বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণের এওয়ার্ড বা রোয়েদাদ বহি

জেলা : ...., উপজেলা: ...., মৌজার নাম :................................

প্রকল্পের নাম: ...., এলএ মামলা নম্বর:...............

ক্রমিক নং	এওয়ার্ডির নাম ও ঠিকানা ও NIDনম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমির তফসিল ও পরিমাণ				ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন							মোট টাকা	উৎস কর কর্তন	নিট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	চেক নম্বর ও তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল
		দাগ	খতিয়ান	শ্রেণি	পরিমাণ	জমির মূল্য	দালান/ অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য	গাছপালা	ফসলের মূল্য	ব্যবসার ক্ষতিপূরণ	অন্যান্য মূল্য					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
....	....	..	.....	...	....	....	....	....	.....	.....	......	....	...	...	......	....	.....

সার্ভেয়ার
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

কানুনগো-র
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অতি: ভূমি অধি:কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(এলএ/রাজস্ব)
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৩৩
[বিধি ৩২ (৮) ও তফসিল- ৩৪ ও ৫৮ দ্রষ্টব্য]

অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামা দলিল (পাওয়ার অব এটর্নি) এর নমুনা ফরম
(সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে)

ক্রমিক নং: ...., বহি নম্বর:..............., দলিল নম্বর:................................,
সন:....................., তারিখ: ....
আমমোক্তার দলিল সম্পাদিত কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা:

দলিলের প্রকৃতি	মৌজা	থানা/উপজেলা	জেলা	পণমূল্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
....	....	....	....	....

ক্রমিক নং	আমমোক্তার দলিল দাতা	আমমোক্তার দলিল দাতার ছবি	আমমোক্তার দলিল সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	নাম- পিতার নাম- মাতার নাম- NIDনম্বর- মোবাইল নম্বর- স্থায়ী ঠিকানা-		
২.	নাম- পিতার নাম- মাতার নাম- NIDনম্বর- মোবাইল নম্বর- স্থায়ী ঠিকানা-		

২. দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিশেষ, সাধারণ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ:

এই আমমোক্তার/ক্ষমতাপত্র দলিলমূলে ক্ষমতা প্রদানকৃত নিম্ন তফসিলের..................... একর জমি এইআমমোক্তার দলিলমূলে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে স্বাক্ষরক্রমে অন্যত্র হস্তান্তর, দান, হেবা, সাফ-কবলা বা অন্যান্যভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এছাড়া, নিম্ন তফসিলের জমি ইতঃমধ্যে এলএ. মামলা নম্বর .... মূলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হইয়াছে বা এই মামলা মূলে অধিগ্রহণ না হইয়া যদি একই তফসিলের জমি বর্তমান বা ভবিষ্যতেও এই এলএ/হুকুম দখল মামলা বা অন্য কোন এলএ মামলা বা হুকুমদখল মামলা মূলে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হয়। তা হইলে হুকুমদখল/অধিগ্রহণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক উক্ত জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা ইজারা মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ (৮ ধারা নোটিশে উল্লিখিত মতে) আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে এবং নিজ স্বাক্ষরে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা .... জেলা হইতে উত্তোলন করিতে পারিবেন। এছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হইতে নিম্ন তফসিলের জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ চেক আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে উত্তোলনক্রমে উত্তোলিত চেক তাহার নিজ নামীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানক্রমে উক্ত উত্তোলিত চেকের অর্থ আমমোক্তারগ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নিজ ইচ্ছামত খরচ বা বিভাজন করিতে পারিবেন। এতে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনরূপ দাবি বা আপত্তি নাই বা থাকিবে না। ভবিষ্যতেও উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনরূপ আপত্তি বা দাবি যে কোন

আদালতে দায়ের করিতে পারিবে না। আপত্তি বা দাবি উপস্থাপন করিলেও এই আমমোক্তার দলিল মূলে সকল আপত্তি বা দাবি অগ্রাহ্য হইবে (এই অংশ আবশ্যিকভাবে থাকিতে হইবে)।

৩. স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে বন্ধক প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণ ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতিত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা।

৪. ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর উহা হইতে অর্জিত যে অংশ পাওয়ারগ্রহীতা প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ।

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ২(২) অনুসারে সম্পত্তির পণমূল্য।

৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোন অর্থ (যদি থাকে) বা কোন আর্থিক লেনদেন (যদি হয়) তবে উহার বিবরণ।

৭. আর্থিক দায় ও দায়িত্ব (যদি থাকে) উহার বিবরণ।

৮. প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৯. পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে, বা পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কিনা উহার বিবরণ এবং নিযুক্ত এ্যাটর্নি একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে অথবা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা উহার বিবরণ।

১০. পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোন তথ্য বা বিশেষ শর্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১১. পাওয়ারগ্রহীতার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর।

১২. পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও স্বাক্ষর।

১৩. কমপক্ষে ০২(দুই) জন সাক্ষীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর:

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
নাম:	নাম:
পিতার নাম:	পিতার নাম:
মাতার নাম:	মাতার নাম:
মোবাইল নম্বর:	মোবাইল নম্বর:
NIDনম্বর:	NIDনম্বর:
ই-মেইল:	ই-মেইল:
স্থায়ী ঠিকানা:	স্থায়ী ঠিকানা:

১৪. মুসাবিদাকারী বা লেখকের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১৫. পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা:

(রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১৪২ নম্বর আদেশ, রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর section 52A(g) এবং ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের section 53Eঅনুসারে প্রদত্ত হলফনামা)

বরাবর,

____________________ (যে কর্মকর্তার সম্মুখে হলফনামা দাখিল হইবে তাহার পদবি ও ঠিকানা:

হলফকারী/হলফকারীগণের নাম, পরিচিতি ও বয়স: ____________________________

এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশের (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিক হইলে উক্ত দেশের নাম) নাগরিক।

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে,

(ক) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পিও নম্বর ৮) -এর অধীন ক্রোকের আওতাধীন নহে;

(খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পিও নম্বর ১৬) এর অর্থানুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে;

(গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি আপাতত বলবত কোন আইনের অধীন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাতত বলবত অন্য কোন আইনের কোন বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নহে;

(ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং (লিমিটেশন) আদেশ,১৯৭২(১৯৭২ সনের পিও নম্বর ৯৮)-এর অনুচ্ছেদ ৫(এ) অনুযায়ী বাতিলযোগ্য নহে; এবং

(চ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা অবমূল্যায়ন করা হয় নাই এবং উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।

আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমি/আমরা হস্তান্তরিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক। অন্য কাহারো সঙ্গে বায়না চুক্তি স্বাক্ষর করি নাই বা অন্য কোথাও বিক্রয় করি নাই বা অন্য কোন পক্ষের নিকট বন্ধক রাখি নাই। এই সম্পত্তি সরকারী, খাস/অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয় বা অন্য কোন ভাবে সরকারের উপর বর্তায় নাই। দলিলে বর্ণিত কোন তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য আমি/আমরা দায়ী হইবে। আমার/ আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাইবে। হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে কোন ভুল, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে প্রয়োজনে নিজখরচায় ভুল শুদ্ধ করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নুতন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব।

দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার/আমাদের বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল রহিয়াছে এবং প্রদত্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ: ....

হলফকারী/হলফকারীগণের স্বাক্ষর:

সনাক্তকারীর ঘোষণা:

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হলফকারী/হলফকারীগণ আমার পরিচিত এবং আমার সম্মুখে তিনি/তাহারা দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন (বা আমি তাহার/তাহাদের বা .... নম্বর ক্রমধারী হলফকারীর নাম লিখিয়া দিয়াছি)।

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর:

NIDনম্বর:

স্থায়ী ঠিকানা:

১৬. কর্মকর্তার নাম, পদবি, সিল ও তারিখসহ স্বাক্ষর।

এল,এ কেস নম্বর: ----------

তফসিল-৩৪
[ধারা ৮(৩)(ক) এবং বিধি ৩৩(১) ও ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
...............জেলা।
www......................gov.bd

জারি নম্বর : ....   তারিখ:..........................

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ মোতাবেক
৮ ধারার অধীনে নোটিশ

প্রাপক: ....
....

এতদ্দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি ৩৩(১) ও ৩৩(২) মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং প্রাপ্ত রেকর্ড অনুসারে আপনাকে/আপনাদিগকে মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে:

তফসিল

জেলা: ...., উপজেলা: ...., মৌজা: ...., জে, এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য

অধিগৃহীত জমির একর প্রতি মূল্য (অঙ্কে ও কথায়)		২০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণসহ মোট
অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/গাছপালা/পুকুর/ব্যবসা/মেশিনারিজ/ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ-		১০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণসহ মোট
মোট প্রাপ্য		
ক্ষতিপূরণের উপর উৎসে কর		
উৎসে কর কর্তন বাদে প্রাপ্য ক্ষতিপূরন বাবদ সর্বমোট		
সর্বমোট কথায়:		

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন ও আবেদনে উল্লিখিত তারিখে .... অফিসে/স্থানে আমার সম্মুখে মালিকানার কাগজপত্রসহ স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির (নির্ধারিত ফরমসহ-তফসিল ৩৩) মাধ্যমে হাজির হইবেন।

জেলা প্রশাসক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য:

১. নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন প্রদান করিবেন, কিন্তু চেক গ্রহণের সময় মালিককে নিজে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

২. অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত-স্বার্থের বিবরণী ফরম **www.land.gov.bd** ও **www...........gov.bd** সাইটে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনলাইনেও নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন। তবে শুনানিতে উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকিবে।

৩. ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলের সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে-

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ননা
১	জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ছায়ালিপি
২	পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ কপি (প্রত্যেক মালিকের)
৩	৮ ধারার নোটিশের ছায়ালিপি
৪	সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি
৫	নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/ অবিকল নকল কপি
৬	অধিগ্রহণের পূর্বের বছর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত ছায়ালিপি
৭	মালিকানা অর্জন-সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি
৮	মালিকানা প্রমাণক হিসেবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল
৯	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসেবে দাবীর সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকার সনদপত্রের মূলকপি (তফসিল-৫৪ এ বর্ণিত ফরমে)
১০	স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্তকরণ ফরম (তফসিল ৬০ এ বর্ণিত ফরমে)
১১	ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি
১২	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৬০ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে)
১৩	মালিকানা প্রমানক অন্যান্য কাগজপত্র

জেলা প্রশাসক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
.... জেলা।

তফসিল-৩৫

[বিধি ৩৪(১) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	এল,এ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প খাতে জমাকৃত টাকার পরিমাণ ও তারিখ	মোট এওয়ার্ডির সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত এওয়ার্ডির সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যালেন্স	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১.									
২.									
৩.									

স্বাক্ষর
নাম:
জেলা প্রশাসক
...... জেলা

তফসিল-৩৬
[বিধি ৩৪(২) ও ৩৪ (৮) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা
(প্রতিটি দাগের জন্য এবং একাধিক মালিক থাকিলে প্রতি মালিকের আলাদা আলাদা আবেদন গ্রহণ করিতে হইবে)

গ্রহণের তারিখ:	
গৃহীত আবেদন নম্বর:	
অধিগ্রহণ/হুকুম দখল মামলা নম্বর:	
এওয়ার্ড/রোয়েদাদের ক্রমিক নম্বর:	
টাকার পরিমাণ:	

বরাবর,
ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
.... জেলা

বিষয়: অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা .... এর রোয়েদাদ নম্বর.................এ ....
দাগের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন।

আমি.......................................পিতা..,মাতা..এর মালিকানাধীন মৌজা ....এর .... দাগের .... শতাংশ জমি ক্রয়/উত্তরাধিকার/ওয়ারিশ/বন্দোবস্ত/রেকর্ডসূত্রে বর্তমান বৈধ মালিক ও দখলকার যাহার খতিয়ান নম্বর ....এবং আমি .... সন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করিয়াছি। আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নম্বর - ....মোতাবেক অধিগ্রহণ/হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক দখল গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্য আমি বর্ণিত জমির/অবকাঠামো/পুকুর/পুকুর খনন/গাছপালা/ফসল/ব্যবসায়িক/অন্যান্য ক্ষতিপূরণের (আবেদনে প্রযোজ্যটুকু বিষয় রাখিয়া বাকিগুলো কাটিয়া দিতে হইবে) টাকা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতেছি।
রোয়েদাদ নম্বর .... এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আমার নামীয় নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাবে প্রদানের অনুরোধ করছি:

ব্যাংকের নাম	শাখা	হিসাব নম্বর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
....	....	....	....

নিবেদক,

(স্বাক্ষর)
নাম:
NID নম্বর:
মোবাইল নম্বর:
ই-মেইল নম্বর:

তারিখ:

আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ণনা	পাতা নম্বর	দাখিল করা হইয়াছে কিনা	
			হ্যাঁ (√)	না (√)
১	২	৩	৪	৫
১	জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের			

	ছায়ালিপি			
২	পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ কপি (প্রত্যেক মালিকের)			
৩	৮ ধারার নোটিশের ছায়ালিপি			
৪	সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৫	নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/ অবিকল নকল কপি			
৬	অধিগ্রহণের পূর্বের বছর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত ছায়াকপি			
৭	মালিকানা অর্জনসংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি			
৮	মালিকানা প্রমাণক হিসেবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৯	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসেবে দাবির সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকার সনদপত্রের ছায়ালিপি (তফসিল-৫৪ এ বর্ণিত ফরমে)			
১০	স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্তকরণ ফরম (তফসিল-৬০ এ বর্ণিত ফরমে)			
১১	ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি			
১২	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৩২ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে)			
১৩	মালিকানা প্রমাণক অন্যান্য কাগজপত্র			

আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমি অর্থাৎ পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত তফসিলের জমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসেবে আমি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমার আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় নাই। আবেদনের সঙ্গে আমার কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয় নাই। ইহা ব্যতিত উক্ত জমি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারেশ/মৌরশ ইতঃপূর্বে অন্য কারও নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করে নাই। আমার কর্তৃক দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসেবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হইয়াও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি তাহা হইলে, এই অফিস হইতে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায়, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ২৭(১০) মোতাবেক আমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এ বিষয়ে আমার কর্তৃক অন্য কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না, করিলেও উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(স্বাক্ষর)
নাম:
NID নম্বর:
মোবাইল নম্বর:
ই-মেইল:
তারিখ:

তফসিল-৩৭
[বিধি ৩৪(৫) দ্রষ্টব্য]

দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ প্রদান রেজিস্টার

ক্রমিক নং	তারিখ	এল এ মামলা নম্বর	রোয়েদাদ নম্বর	চেক গ্রহণকারী/ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের নামও ঠিকানা	এলএ চেক নম্বর ও ইস্যুর তারিখ	দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	আয়কর কর্তন	প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল - ৩৮
[বিধি ৩৪(১০) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত মিস মামলা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এলএ মামলা নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আবেদন গ্রহণের নম্বর ও তারিখ	মিস মামলা নম্বর	পক্ষদ্বয়ের নাম ঠিকানা ও NID নম্বর	মিস কেসের বিষয়	জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্তের তারিখ ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর, সিল
(১)	(২)	(৩)		(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
....	....	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল-৩৯

[বিধি ৩৪(১২) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ প্রদানে লেজার ফরম

(প্রতিটি মামলার জন্য আলাদা আলাদা হইবে)

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম	এলএ মামলা নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	....	....	....

প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ: ...., প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ: ...., প্রাপ্ত চেক নম্বর:..........,তারিখ:...............................,ব্যাংকের বিবরণ:...,
চেক প্রাপ্তির তারিখ : ....প্রকল্পখাতে জমা প্রদানের তারিখ:.......................................

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্প খাতে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদান					ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ওসিল
		এওয়ার্ডি/চেক গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মৌজার নাম ও এওয়ার্ড ক্রম নম্বর	চেক নম্বর ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	ব্যালেন্স	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	....	....	....	....	....	....	....

তফসিল- ৪০

[ধারা ১১ (২) ও বিধি ৩৫ দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল ও NIDনম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তি মোতাবেক দাবীকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	রোয়েদাদ মোতাবেক গৃহীত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	আরবিট্রেশন/ আপলেট আরবিট্রেশ আদালতের আদেশ (যদি হয়ে থাকে)	মন্তব্য
					দাগ	খতিয়ান	জমির পরিমাণ				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)

তফসিল - ৪১
[ধারা ১৩(১) এবং বিধি ৩৭(১) ও ৩৭(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর ফরমের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
(............জেলা)
www..................gov.bd

স্মারক নম্বর:.. তারিখ : ....

বিষয়: এলএ মামলা নম্বর.............................এর দখল হস্তান্তর।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন এল.এ. কেস নম্বর.................... -এর আওতায়...................জেলার..............উপজেলা...................(প্রকল্পের নাম)................শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জনস্বার্থে/জনকল্যাণে/সরকারের প্রয়োজনে নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল করা হইয়াছে। জেলা প্রশাসক/জেলা প্রশাসকের নিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক ....তারিখে বর্ণিত সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক দখল গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্ণিত সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক সরেজমিন দখল সীমানা নির্ধারণসহ উক্ত তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জনাব .... ও জনাব ....এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং জমিতে অবস্থিত যৌথ ইনভেন্টরি তালিকায় বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিও (যদি থাকে) একই সঙ্গে হস্তান্তর করা হইয়াছে।

জমির তফসিল:

মৌজার নাম:............................., উপজেলা:......................., জেলা: ....

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	জমির শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
	মোট জমির পরিমাণ: ....(................কথায়..................)					

তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির সঙ্গে দুইটি আলিকা অনুমোদিত অধিগ্রহণ নকশা এবং দুইটি তালিকা স্বাক্ষরিত দাগসূচি এতদসঙ্গে প্রদান করা হইল। এই দখল হস্তান্তরের পর বর্ণিত সম্পত্তির কোনো বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

দখল গ্রহণকারী কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
ঠিকানা:

দখল প্রদানকারী কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
ঠিকানা:

প্রকল্প পরিচালক/মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি
স্বাক্ষর:
তারিখ:
নাম:
পদবি:
সিল:

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
তারিখ:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল -৪২
[ধারা ১৭(২), বিধি ৩৭ (২)(খ) দ্রষ্টব্য]

হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfer) এর নমুনা
(বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড দলিল)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ মোতাবেক এলএ মামলা নম্বর: ....

এই চুক্তিনামার প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক,................., দ্বিতীয় পক্ষ .... (প্রত্যাশী সংস্থা) ....অফিস যাহাদের মধ্যে অদ্য ....সনের ....খ্রিস্টাব্দ তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন হইল।

যেহেতু, ... খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক,............. এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন)-এর অধীনে ....প্রকল্প স্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন এবং সরকার সন্দেহাতীতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, প্রস্তাবিত জমি সরকারি উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন এবং যেহেতু ঐ প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে। সেহেতু, ঐ সম্পত্তি উক্ত প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে সরকার অধিগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, আইনের .... ধারা মতে প্রত্যাশী সংস্থা সরকারের সঙ্গে ....তারিখে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে যে ঐ সংস্থা উক্ত সম্পত্তির জন্য যাবতীয় ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচাদি সরকারকে প্রদান করিবে; এবং

যেহেতু, জেলা প্রশাসক,............আইনের ....ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুত করেছে এবং ....ধারার ক্ষমতাবলে দখল গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ও দায়হীনভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসকের নিকট ....তারিখে দাবিকৃত .... টাকা (অংকে ও কথায়) জমা করেছে এবং প্রয়োজনে আরও অতিরিক্ত দাবিকৃত টাকা জমা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে এই চুক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, উল্লিখিত অঙ্গীকারনামার শর্ত বলে সরকার কর্তৃক সংযুক্ত নক্সায় চিহ্নিত ও তফসিল বর্ণিত সকল সম্পত্তির/জমির জন্য ভূমি বিষয়ক ধার্যকৃত ভূমি উন্নয়ন কর/ভাড়া পরিশোধের শর্তে স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদিইজারা প্রদান করা হইলে এবং এতদ্দ্বারা এই অঙ্গীকারও ঘোষণা করা হইল যে, যদি কোনো সময় (সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত) ঐ সম্পত্তি/আঙ্গীনা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য অথবা এর আনুষঙ্গিক কাজ ব্যতিত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি ০১ (এক) বৎসরের পর্যন্ত অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয় অথবা যদি প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় তবে, প্রত্যাশী সংস্থা এই সম্পত্তি সমর্পণ করিবেন এবং সরকার পুনরায় এই সম্পত্তিতে পরবর্তী যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই সম্পত্তির উপর অবস্থিত সকল ইমারতসহ (যদি থাকে) সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবে যা সরকারের উপর দায়হীনভাবে বর্তাইবে; এবং

ইমারতসহ ঐ সম্পত্তি সরকার ব্যবহার করিতে পারিবে বা অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকার যদি উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ বা বন্দোবস্তের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে তবে খরচাদি বাদ দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে অধিগ্রহণকালে প্রদত্ত খরচ (আনুষঙ্গিক খরচ বাদে) পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত দিবে অথবা সরকার সমুদয় সম্পত্তি, ইমারত/স্থাপনা/ঘরবাড়ি/গাছপালা ও অন্যান্য সকল বিষয় নিজস্ব দখলে রেখে ব্যবহার করিতে পারিবে।

এমতাবস্থায়, সরকার ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য, দায় ও আনুষঙ্গিক খরচসহ (অধিগ্রহণের সময়ের জমির মূল্য এবং বর্তমানের ধার্যকৃত গাছপালা ও ইমারতের মূল্য) টাকা ফেরত দিবে (তবে সংবিধিবদ্ধ এলাউন্স ২০% ভাগ, গাছপালা এবং ঘরবাড়ির মতো সম্পত্তি বাবদ অর্থ পুনঃগ্রহণের সময় যার কোনো অস্তিত্ব নাই, এরূপ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাদ দিয়ে)।

আরও উল্লেখ থাকে যে, এই দলিলের বিষয়বস্তু অথবা এখানে অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো বিষয় অথবা কোনো সুবিধামত দফা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা মামলা দায়ের করা যাইবে না।

তফসিল

জেলা:..................., উপজেলা:................, মৌজা:........................, জে,এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : ....(কথায়..............) টি, মোট দাগের সংখ্যা : ....(কথায় ....)টি, মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ :.......................... (কথায় :...................................) একর

চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সকল শর্ত জানিয়া বুঝিয়া ও স্বজ্ঞানে সাক্ষীদের সম্মুখে স্বাক্ষর করিলাম। সাক্ষীর প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যাশী সংস্থার সিলসহ স্বাক্ষর করা হইয়াছে এবং উল্লিখিত দিন ও তারিখে সরকার কর্তৃক মোহরযুক্ত স্বাক্ষর করা হইয়াছে।
...................প্রত্যাশী সংস্থার সাধারণ সিল ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ... এর উপস্থিতিতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

১ম পক্ষ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

স্বাক্ষর
জেলা প্রশাসক,
........................জেলা।
(নাম ও পদবি-সিলসহ)

সাক্ষী-১	সাক্ষী-১
স্বাক্ষর নাম- পদবি- NIDনম্বর- স্থায়ী ঠিকানা- মোবাইল- ই-মেইল-	স্বাক্ষর নাম- পদবি- NID নম্বর- স্থায়ী ঠিকানা- মোবাইল- ই-মেইল-

২য় পক্ষ
অফিস প্রধান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
নাম:
পদবি:
সংস্থার নাম:
সিল:

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
স্বাক্ষর: নাম: পদবি: NIDনম্বর: স্থায়ী ঠিকানা: মোবাইল: ই-মেইল:	স্বাক্ষর: নাম: পদবি- **NID** নম্বর: স্থায়ী ঠিকানা: মোবাইল: ই-মেইল:

তফসিল -৪৩
[ধারা ১৩(২) ও বিধি ৩৮ (১) দ্রষ্টব্য]
(গেজেট প্রকাশনার নমুনা ফরম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
..............।

স্মারক নম্বর:.. তারিখ : ....

অধিগ্রহণ ঘোষণা বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(২) মোতাবেক]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর এলএ মামলা নম্বর..........................

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায় মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা:................, উপজেলা:......................, মৌজা:................, জে.এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	রেকর্ডিয় শ্রেণি	বর্তমান শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
......	....	....	....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায়...........টি), মোট দাগের সংখ্যা:.......... (কথায়.............টি),

অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ :................. (কথায় :...) একর

(বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমি নকশা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে সংরক্ষিত আছে)

নাম:
পদবি:
সিল:
স্বাক্ষর
জেলা প্রশাসক,
..............জেলা।

তফসিল-৪৪
[বিধি ৩৮(২) দ্রষ্টব্য]

এলএ মামলা গেজেট প্রকাশের জন্য পত্র প্রেরণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রেরণের স্মারক নম্বর ও তারিখ	এল এ মামলা নম্বর	অধিগ্রহণে মোট ভূমির পরিমাণ	যাহার বরাবর প্রেরণ করা হইল	যেভাবে প্রেরণ করা হইল	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	....	....	....	....	....	....

তফসিল -৪৫

[ধারা ১৪ (২) ও বিধি ৪০(৩) দ্রষ্টব্য]

(অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা ফরম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

..................জেলা

www. --------------.gov.bd

স্মারক নম্বর:.. তারিখ : ....

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর এলএ মামলা নম্বর: ....

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রাক্কলনের চাহিদা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং যাহার জন্য ঐ সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়ী নন;

সেহেতু, এইসঙ্গে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন)-এর ১৪(১) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ...তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে এল,এ মামলা নম্বর: ....এরগৃহীত সকল অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা হইল।

তফসিল

জেলা:........................., উপজেলা:.........................., মৌজা: ...., জে,এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
....	....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : ....(কথায়...........টি), মোট দাগের সংখ্যা :............(কথায়.............টি),

অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ :...................... (কথায় :.........................) একর

জেলা প্রশাসক-

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

জেলা:

তফসিল -৪৬

[ধারা ১৪(২) ও বিধি ৪১ (১) দ্রষ্টব্য]

(অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল/প্রত্যাহৃত হওয়ার গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা ফরম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

..................জেলা।

www.............gov.bd

স্মারক নম্বর:... তারিখ : ....

ঘোষণা (ধারা ১৪(২) মোতাবেক)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর মামলা নম্বর...........................

যেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর ৪ ধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের নিমিত্ত এলএ .... নম্বর মামলার কার্যক্রম ....সনের ....তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং যেহেতু এর জন্য এই পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদান করা হয় নাই বা ৮ ধারার নোটিশ প্রদান করা হয় নাই;

সেহেতু, এক্ষণে উল্লিখিত ধারা ১৪(২) এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল/প্রত্যাহার করিলাম:

তফসিল

জেলা:.................., উপজেলা:................., মৌজা:............................, জে,এল নম্বর: ....

ক্রম	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
....	....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায়.......................) টি, মোট দাগের সংখ্যা : ....(কথায়..................) টি,

অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ : ....(কথায় :.......................) একর

জেলা প্রশাসক-
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
জেলা:

তফসিল - ৪৭

[বিধি ৪২(১), ৪২(২), ৪২(৩), ৪২(৪), ৪২(৫), ৪২(৭), ৪২(১০), ও বিধি ৪২(১১) দ্রষ্টব্য]

অধিগৃহীত অব্যবহৃত জমি পুন:গ্রহণ (রিজিউম) রেজিস্টার

ক্রমিক	রিজিউম মামলা নম্বর	এলএ মামলা নম্বর ও সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	তদন্তের তারিখ	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নোটিশ প্রদানের তারিখ	সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত প্রদানের তারিখ	অতিরিক্ত সময়ের আবেদন করলে মঞ্জুরকৃত সময় অতিক্রান্তের তারিখ	৩০ কার্যদিবস/ ৪৫ কার্যদিবস অতিক্রান্তের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
....	....	....	....	....	....	....	....	....

জেলা প্রশাসক/ পুন:গ্রহণ কমিটির সিদ্ধান্তের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা আপত্তি দাখিল করিলে শুনানির তারিখ	শুনানী অন্তে সিদ্ধান্তের জন্য নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	সরকার হইতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	সিদ্ধান্ত পুনঃগ্রহণের বিপক্ষে হলে কার্যক্রম স্থগিতের তারিখ	সিদ্ধান্ত পুনঃগ্রহণের পক্ষে সরকারের অনুকূলে দখল গ্রহণের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রেরণের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	গেজেটের কপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণের তারিখ
(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)
....	....	....	....	....	....	....	....	....

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক দায়েরকৃত নামজারি কেসের নম্বর ও তারিখ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক রেকর্ড সংশোধনের আদেশ প্রদানের তারিখ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক রেকর্ড সংশোধনের তারিখ	রেকর্ড-রুমে নথি প্রেরণের তারিখ	ব্যবস্থাপনার জন্য অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবরে পত্র প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)
....	....	....	....	....	....

তফসিল-৪৮
[ধারা ১৯ এবং বিধি ৪২(৩) দ্রষ্টব্য]

পুনঃগ্রহণ বা রিজিউমের প্রথম নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
.... জেলা

বিষয়: রিজিউম (পুনঃগ্রহণ) মামলা/কেস নম্বর............................এর নোটিশ।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এরআওতায় .... জেলার .... উপজেলাধীন .... মৌজার নিম্ন তফসিলভুক্ত জমি এলএ মামলা নম্বর......................মূলে .... সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। উক্ত ভূমি সরজমিনে অব্যবহৃত থাকায় এবং অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯(১) ও ১৯(২) ধারার বিধান লঙ্ঘন করায় বা অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৪২ (১) মোতাবেক প্রস্তাব প্রাপ্তির কারণে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কেনো পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করা হইবে না সে বিষয়ে আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হইল:

তফসিল

মৌজা: ______________, উপজেলা: ______________, জেলা: ________________

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	পুনঃগ্রহণ সম্পৃক্ত (রিজিউম) ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য (সম্পূর্ণ/আংশিক)
....	....	....	....	....	....

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:
জেলা প্রশাসক
........, জেলা।

তফসিল-৪৯
[ধারা ১৯(৩) ও বিধি ৪২(৭) দ্রষ্টব্য]

পুনঃগ্রহণ বা রিজিউম মামলার গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
.... জেলা।

বিষয়: পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) কেস নম্বর ....এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি।

পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) গেজেট বিজ্ঞপ্তি
[আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্ষমতাবলে]

যেহেতু, ... জেলার .... উপজেলাধীন ....মৌজার নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমি এলএ মামলা নম্বর.......................... মূলে .... সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। উক্ত ভূমি সরজমিনে অব্যবহৃত থাকায় এবং অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯(১) ও ১৯(২) ধারার বিধান লঙ্ঘন করায় বা অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৪২(১) মোতাবেক প্রস্তাব প্রাপ্তির কারণে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯ (৩) ধারার ক্ষমতাবলে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করিয়া সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত করা হইল।

তফসিল

মৌজা:..........................., উপজেলা:........................., জেলা: ....

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	পুনঃগ্রহণকৃত (রিজিউম) ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য (সম্পূর্ণ/আংশিক)
....	....	....	....	....	....

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:

তফসিল-৫০

[বিধি ৪৩(১) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখল প্রস্তাব দাখিলের সময় সংযুক্ত কাগজপত্রের বিবরণীর সূচিপত্রের

ক্রমিক	সংযুক্ত কাগজপত্রের বিবরণী	পাতা নম্বর
১	হুকুম দখলের বিস্তারিত বিবরণী	
২	হুকুম দখলের সময় প্রস্তাবিত সম্পত্তি ব্যবহার পরিকল্পনা	
৩	ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ প্রত্যয়নপত্র (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত/প্রকল্প পরিচালক না থাকিলে প্রত্যাশী সংস্থার প্রধানের স্বাক্ষরিত) কপি	
৪	প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক হুকুম দখল সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র।	
৫	উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ (যদি উন্নয়ন প্রকল্প হয়)	
৬	অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা পত্র (বাজেট বরাদ্দ বা অনুমোদিত ডিপিপি'র সত্যায়িত কপি বা ডিপিপি না থাকলে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরিত পত্র)- তফসিল ০৪	
৭	প্রস্তাবিত জমির তফসিল (সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে গেজেটে প্রকাশিত জরিপ অনুসারে) বিধিতে বর্ণিত তফসিল-৫২ ও ৫৩ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক উল্লেখপূর্বক যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হার্ডকপি এবং পেনড্রাইভে সফটকপি (ইউনিকোড নিকস ফন্টে)	
৮	প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিও চিত্রের কপি (সিডি/ডিভিডি)ও পেনড্রাইভে সরবরাহ করিতে হইবে	
৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেই উদ্দেশ্যে হুকুম দখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুম দখলমুক্ত করা হইলে আপত্তি থাকিবে না মর্মে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র	
১০	আরবিট্রেশন আদালতের বা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল এর নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবদ বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হইবে মর্মে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তফসিল ০৪ এ বর্ণিত ছকে অঙ্গীকার পত্র	

প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী সংস্থা প্রধানের
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল - ৫১
[বিধি ৪৩ (১) দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী হুকুম দখল প্রস্তাবের ছক
(হুকুম দখলের সময় প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিল করতে হইবে)

ক্রমিক নং	বিবরণ		সংযুক্তির প্রমাণপত্রের বিবরণ
১	প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নাম	:	
২	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	
৩	হুকুমদখলের উদ্দেশ্য	:	
৪	হুকুমদখলে ন্যূনতম ভূমির পরিমাণ (একর)	:	
৫	প্রস্তাবিত ভূমির প্রকৃতি (সংযুক্ত ছক)	:	
৬	প্রস্তাবিত ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা	:	
৭	বিধি ৩৪ এ বর্ণিত সকল কাগজপত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে কিনা	:	
৮	প্রস্তাবিত ভূমির মধ্যে অকৃষি/ইজারাযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	:	
৯	প্রস্তাবিত জমিতে কৃষি/ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	:	
১০	প্রস্তাবিত ভূমিতে কোন অবকাঠামো/স্থাপনা/ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/পুকুর/গাছপালা বা অন্য কোন স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে কিনা	:	
১১	অবকাঠামো/স্থাপনা/ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/পুকুর/ গাছপালা বা অন্য কোন স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলে; প্রকল্পের প্রয়োজনে তা স্থায়ীভাবে অপসারণের প্রয়োজন হইবে কিনা	:	

প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী সংস্থা প্রধান
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল - ৫২
[বিধি ৪৩(১), তফসিল (৫০) দ্রষ্টব্য]

হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবিত জমির বিবরণ ও প্রকৃতি
(প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক পূরণীয়)

প্রত্যাশী সংস্থার নাম : ....
প্রকল্পের নাম: ....জেলা:.........................., উপজেলা/থানা:................................., মৌজা: ....

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	হুকুমদখলে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	জমির রেকর্ডীয় শ্রেণি	জমির বাস্তব অবস্থা/প্রকৃতি	জমির উপরিস্থিত অবকাঠামোর বিবরণ (অবকাঠামো/স্থাপনার বিবরণ)	ফসল, গাছপালা,পুকুর, বাগান, ব্যবসা থাকলে বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী সংস্থা প্রধান
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল - ৫৩

[বিধি ৪৩(১), তফসিল (৫০) দ্রষ্টব্য]

হুকুম দখলে প্রস্তাবিত জমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

প্রকল্পের নাম : ....

প্রত্যাশী সংস্থার নাম : ....

জেলা : ...., উপজেলা/থানা: ...., মৌজা: ....

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	জমির শ্রেণি			জমির মালিকানার বিবরণ					
			দাগে জমির পরিমাণ	হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	নামজারি অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও নামজারি মামলা নম্বর	দলিল মূলে মালিক কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয় নাই এমন ক্রেতাগণের নাম	রেকর্ডীয়/নামজারিকৃত মৃত মালিকের ওয়ারিশানগণের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি স্বাক্ষর:	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
নাম:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
পদবি:	নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
সিল:	পদবি:	পদবি:	পদবি:	পদবি:
	সিল:	সীল:	সিল:	সিল:

নোট-১। ক্রম নম্বর ১-৬ প্রত্যাশী সংস্থা পূরণ করিবে এবং এল এ শাখা যাচাই করিবে।

নোট-২। ক্রম নম্বর ৭-১১ উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পূরণ করিবে।

নোট-৩। প্রত্যাশী সংস্থা প্রস্তাবের সাথে ছক পূরণপূর্বক হার্ড ও সফট কপি জমা প্রদান করিবে।

তফসিল-৫৪
[বিধি ৪৪ ও ৫২ দ্রষ্টব্য]
হুকুমদখল সম্পত্তি হিসাব রেজিস্টার

ক্রমিক	হুকুমদখল কার্যক্রমের স্তর	গৃহীত কার্যক্রম
১	হুকুমদখল মামলা নম্বর	
২	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	
৩	প্রস্তাবিত সম্পত্তির তফসিল	মৌজার নাম- দাগ- খতিয়ান- জমির পরিমাণ-
৪	২০ ধারার আদেশ জারির তারিখ	
৫	২১ ধারার আপত্তি শুনানির তারিখ	
৬	জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর তারিখ	
৭	রোয়েদাদ প্রস্তুতের জন্য ---- ও --- ধারার নোটিশ জারির তারিখ	
৮	প্রাক্কলন অনুমোদনের তারিখ ও টাকার পরিমাণ	
৯	প্রাক্কলিত অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতা সংস্থা থেকে প্রাপ্তির তারিখ ও চেক নম্বর	ব্যাংকের নাম- চেক নম্বর- তারিখ-
১০	স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে অর্থ বিতরণের তারিখ	
১১	২২(৫)(ক) মতে আবর্তক পরিশোধযোগ্য প্রাক্কলন প্রস্তুতের তারিখ ও পরিমাণ	
১২	আবর্তকভাবে পরিশোধযোগ্য অর্থ বিতরণ ও তারিখ	
১৩	দখল প্রত্যর্পণ সম্পর্কে আপত্তির তারিখ	
১৪	২২(৫)(খ) মতে প্রাক্কলন প্রস্তুতের তারিখ ও অর্থের পরিমাণ	পরিমাণ- তারিখ-
১৫	২২(৬) ধারার প্রাক্কলন অনুমোদন তারিখ ও অর্থের পরিমাণ	পরিমাণ- তারিখ-
১৬	অর্থ বিতরণের তারিখ ও পরিমাণ	পরিমাণ- তারিখ-
১৭	আরবিট্রেটর আদালতে মামলা নম্বর	
১৮	আর্জির জবাব বিজ্ঞ জিপি বরাবরে প্রেরণের তারিখ	
১৯	আরবিট্রেটর আদালতের আদেশ	
২০	আপিলেট ট্রাইব্যুনালে মামলা হইলে মামলা নম্বর ও আদেশের বিবরণ	
২১	আরবিট্রেটর/আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ ও পরিমাণ	
২২	প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির তারিখ, চেক নম্বর ও পরিমাণ	পরিমাণ- চেক নম্বর- তারিখ-
২৩	স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের তারিখ ও পরিমাণ	পরিমাণ-(অঙ্কে ও কথায়) তারিখ-
২৪	২৬ ধারা মতে মুক্তকরণ নোটিশ জারির তারিখ	
২৫	গেজেট প্রকাশের তারিখ	
২৬	কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখ	
২৭	রেকর্ড রুমে নথি প্রেরণের তারিখ	
২৮	মন্তব্য	

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৫৫

[ধারা ২০ ও বিধি ৪৪ (১) দ্রষ্টব্য]

হুকুম দখলের নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

...............।

স্মারক নম্বর:.. তারিখ : ....

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ

হুকুম দখল মামলা নম্বর- ---------/ ---------------

যেহেতু, নিম্নে 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে ও জনপ্রয়োজনে হুকুমদখল করা আবশ্যক;
সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)-এর ২০ ধারার (১) উপধারার ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখল করিলাম এবং এই মর্মে আদেশ দিলাম যে,

জনাব......

ঠিকানা............

উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার

(ক) আমার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আগামী ....তারিখে বর্ণিত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন;

(খ) নিম্নে 'খ' তফসিলে বর্ণিত সকল অস্থাবর সম্পত্তি অথবা আমার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি সরাইয়া নিবেন; এবং

(গ) সম্পত্তি এমন কোনো ভাবে নিষ্পত্তি করিবেন না যেন এই আদেশ বলবত থাকাকালীন সম্পত্তি আমার ইচ্ছামত ব্যবহারে কোনো বিঘ্ন ঘটে অথবা কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ঘটে।

তফসিল:-ক

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান (একর)		মন্তব্য জরিপ খতিয়ান/নামজারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
			দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬

তফসিল-খ (ভবন/বৃক্ষাদি ইত্যাদির বিবরণী)

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটারে)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যান্য (যদি থাকে)	পরিমাণ একর/সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

তারিখ ....

জেলা প্রশাসক
..................জেলা

তফসিল-৫৬

[বিধি ৪৫ (১) দ্রষ্টব্য]

হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল অর্পন সংক্রান্ত নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

...............।

স্মারক নম্বর:... তারিখ : ....

সম্পত্তি হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল অর্পন

হুকুম দখল মামলা নম্বর- ---------/ ---------------

যেহেতু, তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনস্বার্থে ও জন প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সনের ২১নং আইনের ধারা ২০ এর অন্তর্গত (১) উপধারার ক্ষমতাবলে উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং দখল গ্রহণ করা হইয়াছে;

এক্ষণে, সেহেতু, উক্ত স্থাবর সম্পত্তি দখল অর্পণের তারিখ হইতে.........................তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর) ইহা যে উদ্দেশ্যে হুকুম দখল গ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশে ব্যবহারে জন্য দখল অর্পন করা হইল। উল্লেখ যে, এই সম্পত্তি আইন ও বিধির অনুসারে হুকুম দখলের মেয়াদ বৃদ্ধিযোগ্য হইতে পারে।

তফসিল: ক

জেলা- উপজেলা- মৌজা- জেএল নম্বর-

খতিয়ান নং	দাগ	শ্রেণি	পরিমান একর		মন্তব্য
			রেকর্ডীয় পরিমান	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবনীয় পরিমান	জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
১	২	৩	৪	৫	৬

তফসিল-খ (ভবন/বৃক্ষাদি ইত্যাদির বিবরণী)

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটারে)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যানা (যদি থাকে)	পরিমাণ একর/সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

দখল গ্রহণকারী
অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এর পক্ষে-
নাম,স্বাক্ষরসহ সীল

দখল অর্পনকারী-
জেলা প্রশাসকের পক্ষে
নাম,স্বাক্ষরসহ সীল

তারিখ ....

তফসিল - ৫৭

[ধারা ২২(৫) ও বিধি ৪৫(৫) দ্রষ্টব্য]

হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের নমুনা ছক

মৌজার নাম	ইজারা মূল্য			ফসলের মূল্য														
				আউস					আমন (রোপা)					বোরো (রবি)				
	হুকুম দখল প্রস্তাবে ইজারা যোগ্য জমির পরিমাণ	বার্ষিক একর প্রতি ইজারা মূল্য (টাকা)	বার্ষিক ইজারার মোট মূল্য (টাকা) (২×৩)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুম দখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (৭×৮)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুম দখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (১২×১৩)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুম দখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (১৭×১৮)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)

অবকাঠামো/স্থাপনা/গাছপালা ও অন্যান্য মূল্য							ইজারা,ফসল ও অবকাঠামো/স্থাপনা/গাছপালা/অন্যান্যের মোট মূল্য (৪+৯+১৪+১৯+২৬)	বিধি ২৩ (১০) মোতাবেক বাজার মূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য (২৭)	প্রাক্কলিত মূল্য (ইজারা,ফসল, স্থাপনা,গাছপালা,অবকাঠামো, অন্যান্য মূল্য) (২৭+২৮)	সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় ফেরত প্রদান সম্পৃক্ত প্রত্যর্পন খরচ ও অন্যান্য খরচ	মোট প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) (২৯+৩০)	আনুসাঙ্গিক খরচ	সর্বমোট প্রাক্কলিত মূল্য (৩১+৩২)	মন্তব্য
অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য (খনন মৎস উপার্জনের খরচ)	গাছপালার মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণের মূল্য	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য যদি থাকে	মোট বাজার মূল্য (২০-২৫)								
(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)	(৩১)	(৩২)	(৩৩)	

সার্ভেয়ার
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

কানুনগো
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সীল:

অতি: ভূমি অধি:কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রা:)
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

জেলা প্রশাসক
(নাম ও পদবির সিলসহ)

তফসিল-৫৮
[ধারা ২২ ও বিধি ৪৬(১) দ্রষ্টব্য]
হুকুমদখলের এওয়ার্ড বা রোয়েদাদ বহির নমুনা ছক

ক্রমিক নং নম্বর	এওয়ার্ডির নাম ও ঠিকানা ও NID নম্বর	হুকুমদখলকৃত জমির তফসিল ও পরিমাণ				ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন							মোট টাকা (৭-১৩)
		দাগ	খতিয়ান	শ্রেণি	পরিমাণ	ইজারার মূল্য	ফসলের মূল্য	দালান/স্থাপনা/ অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য	গাছপালার মূল্য	ব্যবসার ক্ষতিপূরণ	অন্যান্য মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
....	....	......	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

বিধি ২৩ (১০) মোতাবেক বাজার মূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য (১৪)	সর্বমোট মূল্য (১৪+১৫)	উৎস কর কর্তন	নীট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (১৬-১৭)	চেক নম্বর ও তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)
....	....	....	....	....	....

সার্ভেয়ার
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

কানুনগো
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অতি: ভূমি অধি:কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ/রাজস্ব)
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৫৯

[ধারা ২২(৪) ও বিধি ৪৭(১) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭

২২ (৪) ধারার অধিনে নোটিশ

জারি নম্বর :.................................. তারিখ: ....

প্রাপক: .... এল, এ মামলা নম্বর:

....

এতদ্দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা২২(৪) মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা হুকুম দখল কেসের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং প্রাপ্ত রেকর্ড অনুসারে আপনাকে/আপনাদিগকে মালিকানা প্রমান দাখিল সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

তফসিল

জেলা:..............., উপজেলা:................, মৌজা:................, জে, এল নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	হুকুম দখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির বার্ষিক ইজারা মূল্য	....
অবকাঠামো বা স্থাপনার মূল্য	....
অন্যান্য ক্ষতিপূরণ-	....
মোট প্রাপ্য	....
ক্ষতিপূরণের উপর উৎসে কর	....
উৎসে কর কর্তন বাদে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট	....

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরিউক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই নোটিশ প্রাপ্তির ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন ও আবেদনে উল্লিখিত তারিখে...................অফিসে/স্থানে আমার সম্মুখে মালিকানার কাগজপত্রসহ স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির (তফসিল ৩৩ এ বর্ণিত ফরমে) মাধ্যমে হাজির হইবেন।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য

১। নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন প্রদান করিবেন। তবে চেক গ্রহণের সময় মালিককে নিজে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

২। অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরম **www.land.gov.bd** ও **www..........gov.bd** সাইটে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনলাইনেও নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন। তবে শুনানিতে উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকিবে।

৩। ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলের সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে-

ক্রমিক	কাগজপত্রের বর্ণনা
১	জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ছায়ালিপি
২	পাসপোর্ট সাইজের ছবি- ৩ কপি (প্রত্যেক মালিকের)
৩	২২(৪) ধারার নোটিশের ছায়ালিপি
৪	সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি
৫	নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/ অবিকল নকল কপি
৬	অধিগ্রহণের পূর্বের বছর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত ছায়ালিপি
৭	মালিকানা অর্জন-সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি
৮	মালিকানা প্রমাণক হিসেবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল
৯	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসেবে দাবীর সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকার সনদপত্রের মূলকপি (তফসিল ৫৪ এ বর্ণিত ফরমে)
১০	স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্তকরণ ফরম (তফসিল ৬০ এ বর্ণিত ফরমে)
১১	ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি
১২	ক্ষতি নিস্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল ৬০ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে)
১৩	মালিকানা প্রমানক অন্যান্য কাগজপত্র

জেলা প্রশাসকের পক্ষে

..................জেলা।

তফসিল — ৬০
[বিধি ৩৪(৯) ও তফসিল ৩৪, তফসিল ৫৯ দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের টাকা তোলার জন্য টাকা উত্তোলনকারী অঙ্গীকারনামা ও ক্ষতি নিবৃত্তির চুক্তিনামা
(৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত অথবা হুকুমদখলকৃত স্থাবর জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির মালিক দখলাধিকারী অথবা মালিকের দ্বারা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (পাওয়ার অব এটর্নী আইন অনুসারে) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।

যেহেতু ....জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল মামলা নম্বর ....এর বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের নিমিত্তে নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, সেহেতু আমরা নিম্নবর্ণিত প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ অদ্য .... সনের .... মাসের ....তারিখ নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিলাম:

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
নাম: .... পিতা: .... মাতা: .... গ্রাম/ওয়ার্ড/মহল্লা: .... ডাকঘর:..................,ইউনিয়ন:................উপজেলা:................, জেলা:	নাম: পদবি: সিল: পরিচিতি নম্বর: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ....।

এবং যেহেতু .... জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল মামলা নম্বর ....এর অধিনে ....প্রকল্পের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর আওতায় নিম্ন তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিও অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে;

এবং যেহেতু আমি/আমরা মালিক অথবা মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি বা সম্পত্তির মালিক অথবা মালিকগণ হিসাবে স্বয়ং দরখাস্ত দাখিল করিয়া অথবা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দাবি করিতেছি;

এবং যেহেতু আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মেঘোষণা করিতেছি যে, এই চুক্তিনামার সকল অনুচ্ছেদ আমরা অথবা আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, এক্সিকিউটর, এডমিনিস্ট্রেটর, মোতোওয়াল্লী অথবা আইনানুগভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানেরউপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে;

এবং যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তি আমরা কোনোভাবে হস্তান্তর করি নাই অথবা মৌখিক কবলা, খাই খালাসি, মহাজনী ঋণ, ব্যাংকের ঋণ, বন্ধকি ঋণ, সমবায় ঋণ, অথবা অন্য কোনোভাবে আবদ্ধ করি নাই, অথবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কোনো বায়না করি নাই অথবা কোনো স্ট্যাম্প দেই নাই;

এবং যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত জমি অথবা সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দিন পর্যন্ত কোনভাবে হস্তান্তর যথা: বিক্রয়, দান, ওয়াকফ অথবা অন্যকোন ভাবে হস্তান্তর করি নাই অথবা হস্তান্তরের কোনো বায়না অথবা চুক্তি করি নাই, অথবা কাহারও নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করি নাই অথবা কাহাকেও কোনো লিখিত অথবা অলিখিত স্ট্যাম্পদিয়া অধিগ্রহণকৃত জমি আবদ্ধ করি নাই;

এবং যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়াছি যাহা আবেদনের সঙ্গে জমা প্রদান করিয়াছি;

এবং যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, অধিগ্রহণের পরে জমির শ্রেণির পরিবর্তন করিয়া জমির কোনো অনিষ্ট সাধন করি নাই যাহাতে প্রত্যাশী সংস্থার ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে, এবং এইরূপ করিয়া থাকিলে আমি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

এক্ষণে সেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইলাম:

১। যেহেতু, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নাই মর্মে আমি বা আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা করিব না অথবা তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নাই অথবা আমি/আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা দায়েরের শর্তে এই অর্থ গ্রহণ করিতেছি; (যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া কেটে দিতে হইবে);

২। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা বা দাবি নিয়ে দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা নাই। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা ও দাবি নিয়ে বিজ্ঞ .... আদালতে মামলা চলমান যাহার মামলা নম্বর ....(যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া অন্যটুকু কাটিয়া দিতে হইবে);

৩। অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তিতে আমাদের স্বত্ব নিরসন হইয়া যাইবে;

৪। যদি পরবর্তীতে দেখা যায় যে তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির আমরা বৈধ মালিক ও দখলকার নই, অথবা যদি আমাদের মালিকানায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ চাহিবামাত্র সরকারকে ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব;

৫। যদি প্রমাণিত হয় যে, তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তির মধ্য অধিগ্রহণের মামলা অনুসারে দাগের যে অংশে অধিগ্রহণ হইয়াছে, সে অংশে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এককভাবে অথবা যৌথভাবে, সমবায়ভিত্তিতে ইত্যাদি কোনভাবেই দখলে না থাকি অথবা অধিগ্রহণকৃত দাগের অপর অংশে ভোগদখলে থাকিয়াও খতিয়ানের অংশীদার হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি/আমরা যতটুকু জমির জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিব, বা করিয়া থাকি, সেই পরিমাণ জমি যাহার অংশ অথবা দখল হইতে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিব অথবা পুনরায় দাগের অন্যান্য শরীকদের মধ্যে জমি পুন:বন্টন করে দিতে বাধ্য থাকিব। সেই ক্ষেত্রে এ দলিল অংশ পরিত্যাগ ও দখল হস্তান্তরের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা সর্ব আদালতে সর্বকালে স্বীকৃত হইবে;

৬। এই চুক্তিনামার কোন অনুচ্ছেদের ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হইলে আইনানুগ সিদ্ধান্তই বলবৎ হইবে;

৭। এই চুক্তিনামা সম্পাদনের জন্য সম্পাদনকারী অথবা যাহার বা যাহাদের পক্ষে সম্পাদন করা হয় তিনি বা তাহাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবেন;

৮। এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসেবে আমি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমার আবেদনে কোন জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয় নাই। আবেদনের সঙ্গে আমার কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয় নাই। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারেশ ইতোপূর্বে অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করে নাই। আমার কর্তৃক দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হয়েও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি;তাহা হইলে এই অফিস হইতে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার/আমাদের কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ২০২০-এর ২৭(১০) বিধি মোতাবেক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এ বিষয়ে আমার/আমাদের কর্তৃক অন্য কোনো আদালতে কোন আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না, করিলেও তাহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৯। তফসিল বর্ণিত জমি নিয়ে .... আদালতে .... নম্বর মামলা চলমান রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে উক্ত মামলার রায়ে আমার মালিকানা স্বত্ব হারায় বা আমার বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয় তাহা হইলে আমার কর্তৃক এই চেক মূলে গৃহীত সমুদয় অর্থ এই কার্যালয় হইতে চাহিবা মাত্র ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব বা ফেরত প্রদান করিব (মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে);

১০। আমি/আমরা প্রথম পক্ষ নিম্নবর্ণিত তফসিলের জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অদ্য .... তারিখের এলএ চেক নম্বর .... মূলে .... টাকা উত্তোলন করিয়া এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিলাম:

তফসিল

মৌজার: .... উপজেলা:................., জেলা:.............., এলএ মামলা নম্বর: ....

এওয়ার্ড নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ও চুক্তিবদ্ধ জমির পরিমাণ (একরে)	ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
....	....	....	....	....	....	....	....
					অবকাঠামোর মূল্য:	....	....
					অন্যান্য মূল্য:	....	....
					মোট প্রাপ্ত টাকা:	....	....

১১। এতদউদ্দেশ্যে আমি/আমরা উভয়পক্ষ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এ চুক্তিনামা কাহারও কোনো প্রকার ভয়ভীতি ব্যতিরেকে ও বিনা প্ররোচনায় সম্পাদন করিয়া স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করিলাম।

মালিক/মালিকগণ/আমমোক্তার গ্রহীতার নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর		সনাক্তকারীর নাম ঠিকানা, স্বাক্ষর ও সিল
স্বাক্ষর: নাম: পিতা: মাতা: NID: মোবাইল: ই-মেইল: স্থায়ী ঠিকানা:সাং-...................., উপজেলা:................, জেলা:......................		(স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/ইউপি মেম্বার/কাউন্সিলর/ গন্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) ব্যক্তি) নাম: পদবি: সিল:
সাক্ষী: ১।.................................. ২। .... ৩।....................................		ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা গৃহীত হইল এবং নথিভুক্ত করা হইল। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল:

<u>তফসিল - ৬০</u>
[ধারা ২৬(৪) এবং বিধি ৫১ (১) ও ৫২ দ্রষ্টব্য]

<u>হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি হুকুম দখলমুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তির নমুনা</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
....

স্মারক নম্বর: .... তারিখ : ....

বিষয় : স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর ....ধারা মোতাবেক হুকুমদখল মামলা নম্বর ....-এর সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে ....উদ্দেশ্যে হুকুম দখল করা আবশ্যক থাকায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) মোতাবেক হুকুম দখল মামলা নম্বর ....এর আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছে;

এবং, যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলমুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তির দখল প্রাপ্তির জন্য জনাব ....,ঠিকানা ....,NID..............................,মোবাইল ....ঐ সম্পত্তির মালিক ও দখলকার এবং যেহেতু উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতেছে/যাইতেছে না বা তাহার/তাহাদের পক্ষে কোনো বৈধ প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারের অনুকূলে দখল হস্তান্তর করা হইতেছে/দখল হস্তান্তরের জন্য পাওয়া যাইতেছে না;

সেহেতু, এখন উক্ত ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অদ্য হইতে হুকুমদখল মুক্ত করা হইল।

<u>তফসিল</u>

জেলা:................, উপজেলা:..................., মৌজা: ...., জে,এল নম্বর: ....

ক্রম	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	হুকুম দখলকৃত জমির পরিমাণ
....	....	....	....	....

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : ....(কথায় ....) টি, মোট দাগের সংখ্যা : ....(কথায় ....) টি,

মোট হুকুম দখলকৃত জমির পরিমাণ : ....(কথায় :................................) একর

(বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমি নক্সা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহন শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে সংরক্ষিত আছে)

স্বাক্ষর/-
নাম:
জেলা প্রশাসক
__________ জেলা।

তফসিল - ৬১
[বিধি ৫৫(৩) দ্রষ্টব্য]
আরবিট্রেশন মামলা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এলএ মামলা নম্বর	আরবিট্রেশন মামলা নম্বর	আরবিট্রেশন মামলার ১ম পক্ষ	আরবিট্রেশন মামলার আর্জি প্রাপ্তির তারিখ	এসএফ (ঘটনা বিবরণী) প্রাপ্তিপূর্বক বিজ্ঞ জিপি বরাবর প্রেরণের তারিখ	আরবিট্রেশন মামলার সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সিদ্ধান্তের সঠিক বিবরণ	আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল-এ আপিল করা হইয়া থাকিলে মামলা নম্বর ও তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল-এ আপীল না করা হইয়া থাকিলে কারণ ও বর্ণনা	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উর্দ্ধতন আদালতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বর্ণনা	আরবিট্রেশন/আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল এবং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশী সংস্থাকে পরিবর্তিত প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ	নতুনভাবে প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থা হতে টাকা প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)

তফসিল-৬২

[বিধি ৬০(২) দ্রষ্টব্য]

এলএ আনুষাঙ্গিক বাবদ অর্থ প্রাপ্তি ও জমা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এলএ মামলা নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	আনুষাঙ্গিক খরচের হার	আনুসাংগিক খরচের পরিমাণ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	জেলা প্রশাসকের পি.এল খাতে টাকা জমা প্রদানের চালান নম্বর এবং তারিখ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
....	....	....	....	....	....	....	....	....		

তফসিল - ৬৩
[বিধি ৬০(২) দ্রষ্টব্য]
হিসাব সমন্বয় ফরমের নমুনা

এলএ মামলা নম্বর: ....
প্রকল্পের নাম : ....
প্রত্যাশী সংস্থা: ....
বরাদ্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ: ....
হিসাব খাতের কোড নম্বর : ....

ক্রমিক নং	গ্রহীতার নাম	ইস্যুকৃত এল এ চেক নম্বর ও তারিখ	চেকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	এডভাইস কনফারমেশনের স্মারক ও তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	স্থিতি
....	....	....	....	....	....	....

উল্লিখিত বিবরণ পরীক্ষা করা হইলো। সঠিক গণ্যে এলএ মামলা নম্বর: ....এর হিসাব সমন্বয় করা যায়। জেলা প্রশাসক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর নাম: সিল:	উল্লিখিত হিসাব সঠিক স্থিতি (**Balance**) ....টাকা উল্লিখিত হিসাব খাতে সংরক্ষিত। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা স্বাক্ষর: নাম: পদবি: সিল:

তফসিল -৬৪
[বিধি ৬২(১) দ্রষ্টব্য]

................সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুম দখল/রিজিউম মামলার বার্ষিক বিবরণী

জেলার নাম: ....

সময়: ....

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থা/ ব্যক্তির নাম	পূর্ববর্তী বছরের অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য বছরের প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা		চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		পেন্ডিং মামলা		মন্তব্য
				মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(রাজস্ব/এলএ)
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল-৬৫
[বিধি ৬২(১) দ্রষ্টব্য]

.... সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুম দখল/রিজিউম মামলার বার্ষিক বিবরণী (চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত এলএ মামলার বিবরণ)

জেলার নাম: ....

সময়: ....

ক্রমিক নং	এলএ মামলা নম্বর	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	দখল হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট প্রকাশে প্রেরণের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ	নামজারি মামলা নম্বর, তারিখ ও খতিয়ান নম্বর	রেকর্ডরুমে প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ)
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সিল:

তফসিল - ৬৬
[বিধি ৬২(১) দ্রষ্টব্য]

......................সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুম দখল/রিজিউম মামলার বার্ষিক বিবরণী (পেন্ডিং মামলার বিবরণী)

জেলার নাম: ....

সময়: ....

ক্রমিক নং	এলএ মামলা নম্বর	প্রকল্পের নাম	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	বর্তমান যে স্তরে চলমান	দখল হস্তান্তরের সম্ভাব্য তারিখ	অনিষ্পন্ন থাকার কারণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
....	....	....	....	....	....	....	....

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ)
স্বাক্ষর
নাম:
পদবি:
সিল:

১৩/০৪/২৫
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার